ভাষা আন্দোলনের সংক্ষিপ্ত ইতিহাস
Brief History of Language Movement

বাংলাদেশের মুক্তিসংগ্রামের ইতিহাসে তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তানে ১৯৪৭ থেকে ১৯৫৬ খ্রিষ্টাব্দ পর্যন্ত এক বিরাট আন্দোলন সংঘটিত হয়, যা ভাষা-আন্দোলন নামে বিখ্যাত।

১৯৪৭ সালে দুটি ভাগে বিভক্ত হওয়ার মধ্য দিয়ে উপমহাদেশে প্রায় ২০০ বছরের ইংরেজ ঔপনিবেশিক শাসনের অবসান ঘটে। সাম্প্রদায়িক ভেদবুদ্ধির এক কলঙ্কময় ইতিহাসের মধ্য দিয়ে হিন্দু আর মুসলমান পরস্পরের রক্তে হাত রঞ্জিত করে এই স্বাধীনতা লাভ করে। প্রতিষ্ঠিত হয় দুটি রাষ্ট্র–ভারত আর পাকিস্তান। কিন্তু পাকিস্তান রাষ্ট্রটি পূর্ব আর পশ্চিমে ভৌগোলিকভাবে বিভক্ত হয়ে থাকল সহস্রাধিক মাইলের ব্যবধানে। শুধু ভৌগোলিকই নয়, ব্যবধান ছিল ধর্ম ব্যতীত জাতিগত, ভাষাগত, নৃতাত্ত্বিক, সাংস্কৃতিক–সকল ক্ষেত্রেই। পাকিস্তানের অধিকাংশ (৫৫%) নাগরিক পূর্ব পাকিস্তানি বা বাঙালি, যাদের মাতৃভাষা বাংলা। পশ্চিম পাকিস্তানের অধিবাসীদের ছিল কয়েকটি ভাষা, যেমন পাঞ্জাবি, সিন্ধি, বেলুচি, পশতু। স্বাধীনতার পর ভারত থেকে আগত অভিবাসীদের কারণে উর্দু ভাষা সেখানে যুক্ত হয় এবং ক্রমে তা প্রাধান্য বিস্তার করে। পাকিস্তান রাষ্ট্রপ্রতিষ্ঠার শুরু থেকেই ক্ষমতাসীন পশ্চিম পাকিস্তানি নেতৃবৃন্দ সকল ব্যাপারে এরূপ অভিব্যক্তি প্রকাশ করছিলেন যে, পাকিস্তানের প্রধান অংশ পশ্চিম পাকিস্তান, পূর্ব বাংলা (পূর্ব পাকিস্তান) তার লেজুড় মাত্র। ভারতের স্বাধীনতার আন্দোলন যখন চূড়ান্ত পর্যায়ে তখন ভবিষ্যতের স্বাধীন ভারতের রাষ্ট্রীয় অবকাঠামোর রূপটি কেমন হবে, তা নিয়ে হিন্দু-মুসলিম নেতৃবৃন্দের মধ্যে চরম মতানৈক্য দেখা দেয়। ১৯৪০ সালের লাহোর প্রস্তাবে ভারতের মুসলিমপ্রধান উত্তর-পশ্চিমাঞ্চল ও পূর্বাঞ্চলে একাধিক স্বাধীন ও সার্বভৌম রাষ্ট্রসমূহ প্রতিষ্ঠার দাবি জানিয়েছিল মুসলিম লীগ। কিন্তু পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার পর পূর্ব পাকিস্তানকে স্বাধীন রাষ্ট্রের মর্যাদা তো নয়ই স্বায়ত্তশাসনও দেওয়া হলো না। এভাবে অসন্তোষের বীজ পূর্ব পাকিস্তানের বাঙালিদের মনে শুরুতেই বপন করা হলো। পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা নির্ধারণের প্রশ্নেও বাংলাভাষার দাবিকে চরম অন্যায়ভাবে পদদলিত করা হলো।

১৯৪৭ সালে ভারত ও পাকিস্তান রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার মাত্র এক মাস আগে ভারতের আলিগড় মুসলিম বিশ্ববিদ্যালয়ের তৎকালীন ভাইস-চ্যান্সেলর ড. জিয়াউদ্দিন আহমদ প্রস্তাব করেন, 'ভারতে যেমন হিন্দি রাষ্ট্রভাষা হতে চলেছে, পাকিস্তানেও তেমনি উর্দু রাষ্ট্রভাষা হওয়া উচিত।' ড. জিয়াউদ্দিন আহমদের বক্তব্যের তাৎক্ষণিক প্রতিবাদ জানান

The period between 1947 and 1956 covered one of the most significant chapters of our history when development of political events saw escalation in the struggle for Bangla as a state language of Pakistan. The 200-year British rule in the Indian sub-continent had ended less than a year before, creating Pakistan and India as separate states. Absurd though it was, the two wings of Pakistan, East and West, would be separated by the uneasy wedge of one thousand miles of Indian territory.

Nearly 55% of Pakistan's population lived in the eastern wing, known as East Bengal until 23 March 1956, when it would be officially named East Pakistan in the first constitution of the country. However, East Bengal was already being referred to as East Pakistan in many written and spoken communications. The people of East Bengal were ethnically Bengalis and Bangla was their language, whereas the people of West Pakistan spoke several languages, Punjabi, Sindhi, Beluchi, and Poshtu. But the influx of Urdu-speaking Muslims after the partition of India figured this language to prominence in Pakistan. The rulers of Pakistan, who were mainly from the West Pakistan, decided that Urdu was going to become the state language of Pakistan.

One month before the creation of Pakistan, Dr. Ziauddin, Vice-Chancellor of Aligarh University in India, had floated the idea of making Urdu the state language of Pakistan. He said, "As Hindi is going to be the state language of India, Urdu should be the state language of Pakistan". Dr. Muhammad Shahidullah, a Professor of Bangla at the Dhaka University, instantly challenged this remark by Dr. Ziauddin, and claimed, "As the language of the majority of people, Bangla should be the state language of Pakistan. If the need arises to adopt a second language, Urdu can be considered for that purpose".

In 1947 Dr. Kazi Motahar Hossain, another renowned professor and litterateur, wrote an essay titled *State Language and the language problem of East Pakistan*. "It was not going to work if Urdu was imposed on the Bengali Hindus and Muslims by force, because seething

CENTER FOR
BANGLADESH GENOCIDE RESEARCH

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় বাংলা বিভাগের অধ্যাপক ড. মুহম্মদ শহীদুল্লাহ্। তিনি লেখেন, 'অধিকাংশ জনসংখ্যার ভাষা হিসেবে বাংলাই পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা হওয়া উচিত, যদি দ্বিতীয় রাষ্ট্রভাষা গ্রহণ করার প্রয়োজন হয় তখন উর্দুর কথা বিবেচনা করা যেতে পারে।'

রাষ্ট্রভাষার প্রশ্নে বিশিষ্ট বিজ্ঞানী ও সাহিত্যিক ড. কাজী মোতাহার হোসেন ১৯৪৭ সালের সেপ্টেম্বর মাসে 'রাষ্ট্রভাষা ও পূর্ব পাকিস্তানের ভাষা সমস্যা' প্রবন্ধে লিখেছিলেন, 'বর্তমানে যদি গায়ের জোরে উর্দুকে বাঙালি হিন্দু-মুসলমানের ওপর রাষ্ট্রভাষারূপে চালাবার চেষ্টা করা হয় তবে সে চেষ্টা ব্যর্থ হবে। কারণ ধূমায়িত অসন্তোষ বেশি দিন চাপা থাকতে পারে না। শীঘ্রই তাহলে পূর্ব-পশ্চিমের সম্পর্কের অবসান হওয়ার আশঙ্কা আছে।'

কোনো প্রতিষ্ঠান বা সংগঠনের পক্ষে সুস্পষ্ট এবং দ্ব্যর্থহীনভাবে বাংলাভাষাকে অন্যতম রাষ্ট্রভাষা করার দাবি প্রথম উত্থাপন করে পাকিস্তান তমদ্দুন মজলিস। তমদ্দুন মজলিসের প্রতিষ্ঠাতা এবং ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের পদার্থবিজ্ঞান বিভাগের অধ্যাপক আবুল কাসেম ছিলেন বাংলাভাষা আন্দোলনের পথিকৃৎ। ১৯৪৭ সালের ১লা সেপ্টেম্বর তমদ্দুন মজলিসের পক্ষ থেকে প্রচারিত প্রস্তাবে দাবি করা হয়

১. বাংলাভাষাই হবে পূর্ব পাকিস্তানের শিক্ষার বাহন, পূর্ব পাকিস্তানের আদালতের ভাষা, পূর্ব পাকিস্তানের অফিসাদির ভাষা।

২. পাকিস্তানের কেন্দ্রীয় সরকারের রাষ্ট্রভাষা হবে দুটি উর্দু ও বাংলা।

৩. বাংলাই হবে পূর্ব পাকিস্তানের শিক্ষাবিভাগের প্রধান ভাষা, উর্দু হবে দ্বিতীয় ভাষা বা আন্তঃপ্রাদেশিক ভাষা। ইংরেজি হবে পূর্ব পাকিস্তানের তৃতীয় ভাষা বা আন্তর্জাতিক ভাষা।

৪. শাসনকার্য ও বিজ্ঞানশিক্ষার সুবিধার জন্য আপাতত কয়েক বছরের জন্য ইংরেজি ও বাংলা উভয় ভাষাতেই পূর্ব পাকিস্তানের শাসনকার্য চলবে। ইতিমধ্যে প্রয়োজন অনুযায়ী বাংলাভাষার সংস্কার সাধন করতে হবে।

ইসলাম ও পাকিস্তানের আদর্শে অনুপ্রাণিত ঢাকার তমদ্দুন মজলিসের ঐ গঠনমূলক প্রস্তাব নবগঠিত পাকিস্তান রাষ্ট্রের ভাষানীতির ভিত্তি হতে পারত। কিন্তু পাকিস্তানের উর্দুভাষী মোহাজের বা পাঞ্জাবিভাষী কেন্দ্রীয় শাসককুলের কর্ণকুহরে তা প্রবেশ করেনি। অন্যথায় পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার মাত্র তিন মাসের মধ্যে ১৯৪৭ সালের ডিসেম্বর মাসের প্রথম সপ্তাহে পাকিস্তানের তৎকালীন রাজধানী করাচিতে অনুষ্ঠিত শিক্ষা সম্মেলনে উর্দুকে পাকিস্তানের একমাত্র রাষ্ট্রভাষা করার প্রস্তাব গৃহীত হতে পারত না।

পাকিস্তান শিক্ষা সম্মেলনের এ সর্বসম্মত প্রস্তাব বেতার ও সংবাদপত্রের মাধ্যমে পূর্ব বাংলায় এসে পৌছানোমাত্র তীব্র প্রতিক্রিয়া দেখা দেয়। ১৯৪৭ সালের ৬ ডিসেম্বর দুপুরেই ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় প্রাঙ্গণে অধ্যাপক আবুল কাসেমের সভাপতিত্বে প্রথম প্রতিবাদ সভা অনুষ্ঠিত হয়, সভায় বক্তৃতা করেন বামপন্থী ছাত্রনেতা মুনীর চৌধুরী এবং প্রস্তাব পাঠ করেন ডাকসুর তদানীন্তন সহ-সভাপতি ফরিদ আহমদ। উভয়েই তখন কমিউনিস্ট পার্টির ছাত্র সংগঠন ছাত্র ফেডারেশনের কর্মী ছিলেন। এভাবে পাকিস্তান রাষ্ট্র-প্রতিষ্ঠার ১২২ দিনের মাথায় ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় পুরাতন কলাভবন প্রাঙ্গণে আমতলায় ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র-শিক্ষকদের সভায় প্রথম প্রত্যক্ষভাবে বাংলাভাষা আন্দোলনের সূচনা হয়েছিল। সভার পর ছাত্রদের একটি মিছিল পূর্ব বাংলার তদানীন্তন প্রধানমন্ত্রী খাজা নাজিমউদ্দিনের বাসভবন বর্ধমান হাউস এবং মুসলিম লীগের মুখপত্র ইংরেজি দৈনিক 'মর্নিং নিউজ' পত্রিকা অফিসের সামনে বিক্ষোভ প্রদর্শন করে। এটাই ছিল বাংলাভাষার দাবিতে প্রথম সভা, শোভাযাত্রা ও বিক্ষোভ।

discontent created by it could not be suppressed for a long time", he wrote. His conclusion was that if that should be the case then it was only going to force the East to break away from the West. Within 24 years of the creation of Pakistan, this conclusion proved right like an infallible prophecy.

The first organized demand for making Bangla one of the state languages of Pakistan had already started on 1 September 1947 when Tamaddun Majlis under the leadership of Abul Kashem, a professor of Physics at Dhaka University, adopted the following resolutions:

1. Bangla shall be used as the medium of instruction in East Pakistan, as the language of courts in East Pakistan, and as the language of offices in East Pakistan.
2. The central government of Pakistan shall have two state languages: Urdu and Bangla.
3. Bangla ought to be the main language of the educational institutions in East Pakistan, while Urdu shall be the second or inter-provincial language, and English shall be the third language or international language of East Pakistan.
4. Both Bangla and English could be used for a few years until necessary reforms in Bangla language were completed to make it more suitable for administrative work and scientific education.

But things were moving in the opposite direction elsewhere. In December 1947, a resolution was adopted in the Education Conference held in Karachi to make Urdu the sole state language of Pakistan. It was also decided in the same Conference that Bangla would be dropped from all government stationeries, including money-order forms, envelopes and postcards, which would be printed only in Urdu and English.

The news of this resolution drew sharp criticism in the East Pakistan as people learned about it through radio and newspapers. On the midday of 6 December 1947, a protest meeting was held on Dhaka University campus with Professor Abul Kashem in the chair. Muneer Choudhury, a leftist student leader, addressed the meeting, and Farid Ahmed, the Vice-President of Dhaka University Central Student Union (DUCSU), read out the resolutions.

The first direct movement for the Bangla language started on the 122nd day of the creation of Pakistan, in a teacher-student meeting at the *Aamtala* (under the famous mango tree) near the old Arts Faculty of Dhaka University (currently part of Dhaka Medical College). After the meeting, a protest rally gathered in front of Bardhaman House (now Bangla Academy), the official residence of the then Chief Minister of East Bengal, Nurul Amin, and in front of the office of Morning News, which was the official newspaper of the ruling party, the Muslim League.

The state language issue was first tabled on 24 and 25 February and 2 March 1948, in the second session of the Committee for the Regulations of the Pakistan Constituent Assembly. The first discussion on

নবগঠিত পাকিস্তান গণপরিষদে পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা প্রশ্নে প্রথম আলোচনা হয় ১৯৪৮ সালের মার্চ মাসে। ১৯৪৮ সালের ২৫শে ফেব্রুয়ারি পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা প্রসঙ্গটি প্রথম উত্থাপিত হয় পাকিস্তান গণপরিষদে। ১৯৩৫ সালের ভারত শাসন আইনের ২৯ নম্বর উপধারা সংশোধনের জন্য 'ইংরেজি' ভাষার সঙ্গে 'উর্দু' ভাষার নাম সংযোজনের জন্য উত্থাপিত সরকারি প্রস্তাবে কুমিল্লা থেকে নির্বাচিত কংগ্রেস সংসদীয় দলের সদস্য ধীরেন্দ্রনাথ দত্ত গণপরিষদের ভাষা প্রসঙ্গে একটি সংশোধনী প্রস্তাব পেশ করেন

'That in sub-rule (1) of rule 29, after the word 'English' in line 2, the words or Bengali be inserted.' ঐ সংশোধনী প্রস্তাবের মাধ্যমে পাকিস্তান গণপরিষদের সদস্যরা যেসব ভাষা ব্যবহার করতে পারবেন তাতে 'বাংলা' ভাষার নাম সংযোজন করতে চাওয়া হয়েছিল।

ঐ সংশোধনী প্রস্তাবের সমর্থনেই ধীরেন্দ্রনাথ দত্ত পাকিস্তান গণপরিষদে সর্বপ্রথম বাংলাকে পাকিস্তানের অন্যতম রাষ্ট্রভাষা করার প্রস্তাব উত্থাপন করে বলেছিলেন, '...What should be the State language of the state ? The State language of the state should be the language which is used by the majority of the people of the state, and ...I consider that Bengali language is a lingua franca of our state...if English can have an honoured place in rule 29 that the proceedings of the Assembly should be conducted in Urdu or English, why Bengali, which is spoken by four crores forty lakhs of people should not have an honoured place ....and therefore Bengalee should not be treated as a Provincial language. It should be treated as the language of the State. And therefore. ...I suggested after the word 'English' the words or Bengal be inserted in rule 29.'

কিন্তু ধীরেন্দ্রনাথ দত্তের ঐ সংশোধনী প্রস্তাবটি সরকারি দলের প্রবল বিরোধিতার সম্মুখীন হয়। যদিও গণপরিষদের সংখ্যাগরিষ্ঠ সদস্য পূর্ব বাংলা থেকে নির্বাচিত ছিলেন কিন্তু তাঁরা ছিলেন মুসলিম লীগ দলীয় এবং উর্দুর সমর্থক। গণপরিষদের সভায় পাকিস্তানের মোহাজের প্রধানমন্ত্রী উর্দুভাষী নবাবজাদা লিয়াকত আলি খান ধীরেন্দ্রনাথ দত্তের সংশোধনীর তীব্র বিরোধিতা করে জ্বালাময়ী ভাষায় এক যুক্তিহীন ভাষণ দেন।

তিনি বলেন, 'Pakistan has been created because of the demand of a hundred million Muslims in this sub-continent and the language of a hundred million Muslims is Urdu,....Pakistan is a Muslim state and it must have as its lingua franca the language of the Muslim nation....Urdu can be the only language which can keep the people of East Bengal or Eastern zone and the people of Western zone jointed together. It is necessary for a nation to have one language and that language can only be Urdu and no other language.'

প্রধানমন্ত্রী লিয়াকত আলি খানের এ দাবি ভারতের ১০ কোটি মুসলমানের ভাষা উর্দু ছিল অবাস্তব কারণ ১৯২১ সালের ভারতের আদমশুমারি অনুযায়ী ভারতের বিভিন্ন অঞ্চলের মুসলমান সম্প্রদায়ের মাতৃভাষার যে পরিসংখ্যান তাতে দেখা যায়, বাংলাভাষাভাষী মুসলমানের সংখ্যা ২ কোটি ৩৯ লক্ষ ৯৫ হাজার, উর্দুভাষী মুসলমান ২ কোটি ১ লক্ষ ৯১ হাজার, পাঞ্জাবি মুসলমান ৭৭ লক্ষ, সিন্ধি মুসলমান ২৯ লক্ষ ১২ হাজার, কাশ্মিরি মুসলমান ১৫ লক্ষ, পশতুভাষী মুসলমান ১৪ লক্ষ ৬০ হাজার, বালুচি মুসলমান ২ লক্ষ ২৪ হাজার, ব্রাহুইভাষী মুসলমান ১ লক্ষ ২২ হাজার। ১৯৫১ সালে অনুষ্ঠিত পাকিস্তানের প্রথম আদমশুমারিতে বাঙালির সংখ্যা ছিল ৫৪.৬, পাঞ্জাবি ২৮.৪, পশতু ৭.৮, উর্দু ৭.২, সিন্ধি ৫.৮ আর ইংরেজি ভাষাভাষী ১.৮ শতাংশ।

the state language of Pakistan was held in the newly formed Constituent Assembly of the country in March 1948.

The government brought a resolution for inclusion of Urdu side by side with English by amending the Sub-rule 29 in Rule 1 of the Indian Government Act of 1935. Dhirendranath Datta, member of the Congress Parliamentary Party elected from Comilla, suggested an amendment to the government resolution, "That in the Sub-rule after the word 'English' in line 2, the words 'or Bengali' be inserted."

While speaking in support of this amendment, Dhirendranath Datta said in the Pakistan Constituent Assembly, "What should be the language of the state? The state language should be the language which is used by the majority of the people of the state". "I consider that Bengali language is the lingua franca of our state.... if English can have an honoured place in rule 24, the proceedings of the assembly should be conducted in Urdu or English, why Bengali, which is spoken by four crore forty lakh people, should not have an honoured place?" he added. He also claimed that Bangla should not be treated as a provincial language and that it should be treated as the language of the state and therefore, he said "I suggested after the word English the words 'or Bengali' be inserted in rule 24."

The amendment proposed by Datta was opposed and rejected by the ruling party. In the meeting of the Constituent Assembly, the Urdu-speaking Prime Minister of Pakistan, Nawabzada Liaqat Ali Khan, an immigrant from India, said," Pakistan has been created because of the demand of the hundred million Muslims ... Pakistan is a Muslim state and it must have as its lingua franca the language of the Muslim nation... It is necessary for a nation to have one language and that can be no other language but Urdu."

As a reaction to the opposition of Datta's proposal, the direct action program for state language started in Dhaka. The first "State Language Action Committee" was formed in a meeting of teachers, students and intellectuals at the office of Tamaddun Majlis, then located in the Rashed Building adjacent to the old Arts Faculty of Dhaka University. Professor Nurul Haq Bhuiyan, one of the leaders of Tamuddun Majlis, was made its Convener. The State Language Action Committee also included as its members Professor Abul Kashem, Syed Nazrul Islam, Mohammad Toaha, Farid Ahmad, Shamsul Alam, Abul Khair, Oli Ahad, Shawkat Ali, Aziz Ahmad, Abdul Matin Khan Choudhury, Akhlaqur Rahman, Abdul Wahed Choudhury, Naimuddin Ahmed, and many other student and youth leaders.

BANGLADESH GENOCIDE RESEARCH

On 2 March 1948, student leader Shamsul Alam became the new Convener of the State Language Action Committee. The boycott of classes, meetings, rallies, publication of statements and distribution of leaflets had been going on everyday since 28 February 1948. On 6 March 1948, a meeting on the Dhaka University old Arts Faculty campus called upon the people, the student and the youth community to observe a general strike on 11 March 1948. The strike was called in protest against the police action in the offices of *Insaf* and *Fariad,* two newspapers, and the Communist Party.

পাকিস্তান গণপরিষদে ধীরেন্দ্রনাথ দত্তের সংশোধনী প্রস্তাবটি অগ্রাহ্য হলে প্রতিক্রিয়ায় ঢাকায় প্রত্যক্ষ রাষ্ট্রভাষা আন্দোলন শুরু হয়। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় পুরাতন কলাভবন সংলগ্ন রশীদ বিল্ডিংয়ে অবস্থিত তমদ্দুন মজলিস অফিসে অনুষ্ঠিত ছাত্র-শিক্ষক-বুদ্ধিজীবীদের সভায় প্রথম 'রাষ্ট্রভাষা সংগ্রাম পরিষদ' গঠিত হয়েছিল, আহ্বায়ক নিযুক্ত হয়েছিলেন তমদ্দুন মজলিসের অন্যতম নেতা অধ্যাপক নুরুল হক ভূঁইয়া। এ সংগ্রাম পরিষদের সদস্যদের মধ্যে ছিলেন, অধ্যাপক আবুল কাসেম, সৈয়দ নজরুল ইসলাম, মোহাম্মদ তোয়াহা, ফরিদ আহমদ, শামসুল আলম, আবুল খায়ের, অলি আহাদ, শওকত আলি, আজিজ আহমদ, আব্দুল মতিন খান চৌধুরী, আখলাকুর রহমান, আবদুল ওয়াহেদ চৌধুরী ও নঈমুদ্দিন আহমেদ।

১৯৪৮ সালের ২ মার্চ সংগ্রাম পরিষদের নতুন আহ্বায়ক হন ছাত্রনেতা শামসুল আলম। পাকিস্তান গণপরিষদ ও বাংলাভাষার প্রশ্নে মুসলিম লীগ নেতাদের ভূমিকার বিরুদ্ধে প্রতিরোধ আন্দোলন গড়ে তুলতে ১৯৪৮ সালের ১১ মার্চ দেশব্যাপী ধর্মঘট ও অন্যান্য কর্মসূচি পালনের আহ্বান জানানো হয়। বস্তুত ১৯৪৮ সালের ২৮ ফেব্রুয়ারি থেকে প্রতিদিন বিভিন্ন শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে বাংলাভাষার দাবিতে ক্লাস বর্জন, সভা, সমাবেশ, শোভাযাত্রা, বিবৃতি প্রচার ও ইশতেহার বিলি চলতে থাকে। ১৯৪৮ সালের ৬ মার্চ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কলাভবন প্রাঙ্গণে অনুষ্ঠিত ছাত্র সভায় 'ইনসাফ', 'ফরিয়াদ' পত্রিকা এবং কমিউনিস্ট পার্টি অফিসে পুলিশি হামলার নিন্দা এবং ১৯৪৮ সালের ১১ মার্চ সাধারণ ধর্মঘট পালনের জন্য জনসাধারণ, যুব ও ছাত্র সমাজের প্রতি আহ্বান জানানো হয়।

১১ মার্চ ১৯৪৮, রাষ্ট্রভাষা দিবস, বাংলাদেশের ইতিহাসে একটি ঐতিহাসিক দিবস, ঐ দিনই প্রথম বাংলাভাষার দাবিতে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়সহ সকল শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ধর্মঘট পালন এবং হাইকোর্ট, সেক্রেটারিয়েট প্রভৃতি সরকারি অফিস-আদালতের সামনে পিকেটিং বিক্ষোভ প্রদর্শিত হয়। ছাত্র সংগ্রাম পরিষদের সদস্য এবং ছাত্রনেতাগণ প্রায় সকলেই ঐ বিক্ষোভে অংশগ্রহণ করেন। শুরু হয় বাংলাভাষার জন্য প্রত্যক্ষ সংগ্রাম।

পুলিশ বেপরোয়া লাঠিচার্জ এবং ব্যাপক ধরপাকড়ের মাধ্যমে বিক্ষোভদমনের ব্যর্থ চেষ্টা চালায়। বহু ছাত্র ও ছাত্রনেতা গ্রেফতার ও আহত হন। বিক্ষুব্ধ ছাত্ররা বিশ্ববিদ্যালয় প্রাঙ্গণে পূর্ব পাকিস্তান মুসলিম ছাত্রলীগের আহ্বায়ক নঈমুদ্দিন আহমেদের সভাপতিত্বে প্রতিবাদ সভায় পুলিশি জুলুমের এবং পূর্ব বাংলার মন্ত্রীদের কার্যকলাপের তীব্র নিন্দা এবং পাকিস্তান গণপরিষদের পূর্ব বাংলার সদস্যদের অবিলম্বে পদত্যাগের দাবি জানায়। সেক্রেটারিয়েটের সম্মুখে ছাত্রদের ওপর পুলিশি জুলুমের প্রতিবাদে বহু সরকারি কর্মচারি অফিস ছেড়ে বেরিয়ে আসেন। ঢাকা মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে প্রায় অর্ধশত আহত ছাত্রকে চিকিৎসার জন্য ভর্তি করা হয়। অপর দিকে ক্ষমতাসীন মুসলিম লীগের উচ্ছৃঙ্খল সমর্থকেরা রেল্ওয়ে শ্রমিক ইউনিয়নের অফিস ও জেলা কমিউনিস্ট পার্টির দফতরে হামলা চালায় এবং ভাংচুর ও অগ্নিসংযোগ করে। ঐ উচ্ছৃঙ্খল ব্যক্তিদের দ্বারা ন্যাশনাল বুক এজেন্সির লাইব্রেরিও লুণ্ঠিত হয়।

১১ মার্চ গ্রেফতারকৃত ছাত্রনেতাদের মধ্যে ছিলেন শামসুল হক, শেখ মুজিবুর রহমান, অলি আহাদ, শওকত আলি, কাজী গোলাম মাহবুব প্রমুখ। ১১ মার্চের সরকারি দমননীতির প্রতিবাদে শেরেবাংলা এ কে ফজলুল হক ১৯৪৮ সালের ১৩ মার্চ দৈনিক 'আজাদ' পত্রিকায় প্রকাশিত এক বিবৃতিতে বলেন, 'এইসব ঘটনার প্রতিবাদে পরিষদের সকল সদস্যের প্রতিবাদ করা উচিত, আমি সর্বসাধারণ্যে ঘোষণা করিতেছি যে, ঢাকার নিরীহ ও নির্দোষ ছাত্রদের ওপর পুলিশ আক্রমণের প্রতিবাদে আমিই প্রথম পদত্যাগ করিব।'

কিন্তু শেরেবাংলার ঐ আহ্বানে কোনো সাড়া পাওয়া যায়নি, কারণ পরিষদ

The 11th of March 1948 went down in history as the *Rashtrabhasha Dibash* (State Language Day), and all educational institutions including Dhaka University observed the strike, while picketing was done in front of the High Court and the Secretariat. Most of the members of the Students Action Committee and the student leaders participated in the protest.

The police made futile attempts to suppress the protest by reckless lathi-charges and indiscriminate arrests. Many student leaders and general students were arrested. The agitating students assembled on the Dhaka University campus and in a protest meeting chaired by student leader Naimuddin Ahmed, they condemned police action and demanded the resignation of the members of the Pakistan Constituent Assembly elected from East Bengal. Many government officials came out of their offices in protest of the police atrocities in front of the Secretariat. About fifty injured students were admitted in Dhaka Medical College Hospital. Unruly Muslim League supporters, on the other hand, ransacked and set fire on the offices of Railway Workers' Union and the District Communist Party. The library of the National Book Agency was looted.

The student leaders who were arrested on 11th March included Shamsul Haq, Sheikh Mujibur Rahman, Oli Ahad, Shawkat Ali and Kazi Golam Mahbub. In a statement published in *The Daily Azad* on 13 March 1948, Sher-e-Bangla A K Fazlul Haq protested against the police action saying, "All members of the Constituent Assembly should resign in protest against these events. I hereby publicly declare that I will be the first one to resign in protest of the police attack on the unoffending students in Dhaka." Since most of parliament members belonged to Muslim League, there was not much response to Sher-e-Bangla's call.

The movement for state language spread out across the eastern province of Pakistan. On 15 March 1948, the student leaders called for a non-stop strike. The session of the East Bengal Legislative Assembly was scheduled to begin on that day in the Jagannath Hall auditorium of Dhaka and the Governor-General of Pakistan, Mohammad Ali Jinnah, was to arrive in Dhaka in a few days' time. Khwaja Nazimuddin, Chief Minister of East Bengal, found himself in a difficult situation. He staged a retreat after his meeting with the leaders of the State Language Action Committee by signing an eight-point agreement with them on 15 March 1948. Khwaja Nazimuddin signed the agreement on behalf of the government, while Kamruddin Ahmed signed on behalf of the State Language Action Committee. Before the signing, Kamruddin Ahmed went to Dhaka Central Jail on behalf of the State Language Action Committee to get the draft of the 8-point agreement endorsed by the imprisoned student leaders, Shamsul Haq, Sheikh Mujibur Rahman, Oli Ahad, Shawkat Ali and Kazi Golam Mahbub.

The 8-point agreement, which was signed, read as follows:

1. Those who were arrested on 29 February 1948 on the question of Bangla language would be freed.
2. The Chief Minister would himself investigate into the police excesses and issue a statement on his findings within a month.

CENTER FOR BANGLADESH GENOCIDE RESEARCH

সদস্যদের সংখ্যাগরিষ্ঠ অংশ ছিল মুসলিম লীগ দলীয়। তখন পর্যন্ত সরকার-বিরোধী কোনো রাজনৈতিক দল, ছাত্র ও যুবসংগঠন গড়ে ওঠেনি।

মূলত ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রনেতা ও কর্মীদের নিয়ে পুনর্গঠিত রাষ্ট্রভাষা সংগ্রাম পরিষদের নেতৃত্বেই ১৯৪৮ সালের ১১ থেকে ১৫ মার্চ রাষ্ট্রভাষা আন্দোলন বা প্রথম মুসলিম লীগ সরকার বিরোধী সংগ্রাম হয়েছিল ঢাকার রাজপথে। ছাত্রনেতাদের পরিচালনায় রাষ্ট্রভাষার সংগ্রাম ঢাকার বাইরে প্রদেশব্যাপী ছড়িয়ে পড়ে। ১৫ মার্চ ছাত্রনেতারা একটানা ধর্মঘটের ঘোষণা দেন। এদিকে ১৫ মার্চ থেকে ঢাকা জগন্নাথ হল মিলনায়তনে পূর্ব বাংলা ব্যবস্থাপনা পরিষদের অধিবেশন শুরু হওয়ার এবং কয়েক দিনের মধ্যেই পাকিস্তানের গভর্নর জেনারেল মোহাম্মদ আলি জিন্নাহ্‌র ঢাকা সফরে আসার কথা। এই পরিস্থিতিতে পূর্ব বাংলার প্রধানমন্ত্রী খাজা নাজিমউদ্দিন বেশ বিপাকে পড়ে যান।

রাষ্ট্রভাষা সংগ্রাম পরিষদের নেতাদের সঙ্গে বৈঠকের পর তিনি পিছু হটেন এবং ১৫ মার্চ রাষ্ট্রভাষা সংগ্রাম পরিষদের নেতাদের সঙ্গে আট দফা চুক্তিপত্র স্বাক্ষরে বাধ্য হন। ছাত্র সংগ্রাম পরিষদের পক্ষ থেকে কামরুদ্দিন আহমদ আট দফা চুক্তিপত্রের খসড়া ঢাকা কেন্দ্রীয় কারাগারে বন্দি ছাত্রনেতা শামসুল হক, শেখ মুজিবুর রহমান, অলি আহাদ, শওকত আলী ও কাজী গোলাম মাহবুবকে দেখিয়ে অনুমোদন করিয়ে নিয়ে আসেন।

চুক্তিপত্রে সরকারের পক্ষে খাজা নাজিমুদ্দিন আর রাষ্ট্রভাষা সংগ্রাম পরিষদের পক্ষে কামরুদ্দিন আহমদ স্বাক্ষর করেন। চুক্তিপত্রের শর্তগুলি এরূপ :

১. ২৯ ফেব্রুয়ারি, ১৯৪৮ হইতে বাংলাভাষার প্রশ্নে যাঁদেরকে গ্রেফতার করা হইয়াছে, তাঁহাদিগকে অবিলম্বে মুক্তিদান করা হইবে।

২. পুলিশ কর্তৃক অত্যাচারের অভিযোগ সম্পর্কে প্রধানমন্ত্রী স্বয়ং তদন্ত করিয়া এক মাসের মধ্যে এ বিষয়ে একটি বিবৃতি প্রদান করিবেন।

৩. ১৯৪৮-এর এপ্রিলের প্রথম সপ্তাহে পূর্ব বাংলা সরকারের ব্যবস্থাপক সভার বেসরকারি আলোচনার জন্য যেদিন নির্ধারিত হইয়াছে, সেই দিন বাংলাকে অন্যতম রাষ্ট্রভাষা করিবার এবং তাহাকে পাকিস্তান গণপরিষদ ও কেন্দ্রীয় সরকারের পরীক্ষা দিতে উর্দুর সমমর্যাদা দানের জন্য একটি বিশেষ প্রস্তাব উত্থাপন করা হইবে।

৪. এপ্রিল মাসে ব্যবস্থাপক সভায় এই মর্মে একটি প্রস্তাব উত্থাপন করা হইবে যে, প্রদেশের সরকারি ভাষা হিসাবে ইংরেজি উঠিয়া যাওয়ার পরই বাংলা তাহার স্থলে সরকারি ভাষারূপে স্বীকৃত হইবে। ইহা ছাড়া শিক্ষার মাধ্যমও হইবে বাংলা। তবে সাধারণভাবে স্কুল-কলেজগুলোতে অধিকাংশ ছাত্রের মাতৃভাষার মাধ্যমেই শিক্ষাদান করা হইবে।

৫. আন্দোলনে যাঁহারা অংশগ্রহণ করিয়াছেন, তাঁহাদের কাহারো বিরুদ্ধে কোন ব্যবস্থা গ্রহণ করা হইবে না।

৬. সংবাদপত্রের ওপর হইতে নিষেধাজ্ঞা প্রত্যাহার করা হইবে।

৭. ২৯ ফেব্রুয়ারি হইতে পূর্ব বাংলায় যে সকল স্থানে ভাষা আন্দোলনের জন্য ১৪৪ ধারা জারী করা হইয়াছে তাহা প্রত্যাহার করা হইবে।

৮. সংগ্রাম পরিষদের সহিত আলোচনার পর আমি এ ব্যাপারে নিঃসন্দেহ হইয়াছি যে এই আন্দোলন রাষ্ট্রের দুশমন দ্বারা অনুপ্রাণিত হয় নাই।

ঐ চুক্তি অনুযায়ী ১৫ মার্চের সন্ধ্যায় ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বন্দি ছাত্রনেতাদের মুক্তিদান করা হয় কিন্তু ১৬ মার্চেও বিক্ষোভ অব্যাহত থাকে।

3. The Executive Council of the East Bengal government would table a special proposal in the first week of April 1948 to make Bangla one of the state languages of Pakistan and to give it an equal status with Urdu as the language of central government recruitment examinations.

4. In April, a proposal would be brought to the Executive Council to the effect that, Bangla would take the place of English as official language immediately after the latter was withdrawn. Besides, Bangla would be the language of instruction in academic institutions. However, in general, the medium of instruction in schools and colleges would be done in the mother tongue of the majority of students.

5. No action was going to be taken against those who had taken part in the movement.

6. Ban on newspapers was to be lifted.

7. Section 144 would be withdrawn from those places where it had been promulgated since 29 February 1948.

8. The Chief Minister was convinced, after talks with the State Language Action Committee, that enemies of the state did not instigate its movement.

The imprisoned student leaders were freed on the basis of this agreement in the evening of 15 March 1948, although the agitation continued even on the following day.

On 21 March 1948, Mr. Mohammad Ali Jinnah addressed a huge gathering in the Racecourse Maidan, now known as Suhrawardy Uddyan. Mohammad Ali Jinnah gave his speech in Urdu, and said, " I would like to tell you in clear terms that the state language of Pakistan shall be no other language but Urdu. If anybody tries to mislead you, he will be an enemy of Pakistan. Without one state language no nation can survive in a firmly united manner. Therefore Urdu, and only Urdu shall be the state language of Pakistan." The student leaders, who were present in Jinnah's meeting, protested by shouting "No", "No".

On 24 March 1948, Quaid-e-Azam Mohammad Ali Jinnah repeated his stance in the Convocation Address at Curzon Hall of Dhaka University. "There can be only one state language, if the constituent units of this state are to go forward united, and that language, in my opinion, can only be Urdu", he said.

Again the students, who were present in the convocation protested by shouting, "No", "No". A delegation of the State Language Action Committee met Jinnah and gave him a memorandum demanding Bangla as one of the state languages of Pakistan. The members of the delegation were Abul Kashem, Tajuddin Ahmed, Shamsul Haq, Syed Nazrul Islam, Oli Ahad, Kamruddin Ahmad, Naimuddin Ahmed, Shamsul Alam and the DUCSU VP, Arabinda Guha. Jinnah turned down their proposal.

CENTER FOR BANGLADESH GENOCIDE RESEARCH

পূর্ব বাংলার প্রধানমন্ত্রী খাজা নাজিমউদ্দিন ও রাষ্ট্রভাষা সংগ্রাম পরিষদের মধ্যে চুক্তি স্বাক্ষরিত হওয়ার মাত্র চার দিন এবং পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার সাত মাস পর পাকিস্তানের প্রথম গভর্নর জেনারেল মোহাম্মদ আলি জিন্নাহ পাকিস্তানের সংখ্যাগরিষ্ঠ প্রদেশ পূর্ব বাংলার রাজধানী ঢাকায় আসেন।

জিন্নাহ ১৯৪৮ সালের ২১ মার্চ রমনার রেসকোর্স ময়দানে বর্তমানে সোহরাওয়ার্দি উদ্যান এক বিশাল জনসভায় বক্তৃতা করেন। জিন্নাহ ঢাকার জনসভায় ইংরেজিতে বক্তৃতা করেছিলেন, রাষ্ট্রভাষার প্রশ্নে তিনি যা বলেছিলেন তার বাংলা তরজমা, 'এটা আপনাদের কাছে স্পষ্ট করে বলে দেওয়া যাচ্ছে যে, পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা হবে উর্দু, অপর কোন ভাষা নয়। যদি আপনাদেরকে কেউ বিভ্রান্ত করার চেষ্টা করেন, তিনি হবেন পাকিস্তানের প্রকৃত শত্রু। একটি রাষ্ট্রভাষা ছাড়া কোনো জাতিই দৃঢ়ভাবে ঐক্যবদ্ধ ও টিকে থাকতে পারে না। সুতরাং রাষ্ট্রভাষার ব্যাপারে উর্দু হবে পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা। রমনার জনসভাতেই জিন্নাহর ঐ দ্ব্যর্থহীন ঘোষণার প্রতিবাদে উপস্থিত বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রনেতারা 'নো' 'নো' ধ্বনি দিয়ে প্রতিবাদ জানান।

কায়েদে আজম মোহাম্মদ আলি জিন্নাহ ২৪ মার্চ ১৯৪৮, কার্জন হলে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সমাবর্তন ভাষণে পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা প্রসঙ্গে তাঁর বক্তব্যের পুনরাবৃত্তি করে ইংরেজিতে যা বলেন তার বাংলা 'কেবল একটি রাষ্ট্রভাষা থাকতে পারে। যদি এই রাষ্ট্রের গঠনকারী ইউনিটগুলি ঐক্যবদ্ধভাবে এগিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করে, তাহলে সেই ভাষা আমার মতে কেবল উর্দুই হতে পারে।' পাকিস্তানের স্থপতি জিন্নাহর ভাষণ সমাবর্তনে অংশগ্রহণকারী ছাত্রদের প্রতিবাদসূচক 'নো', 'নো' ধ্বনি দ্বারা প্রত্যাখ্যাত হয়েছিল। তবু শেষ চেষ্টা করে দেখার জন্য রাষ্ট্রভাষা সংগ্রাম পরিষদে নেতারা জিন্নাহর সঙ্গে দেখা করেন এবং বাংলাকে পাকিস্তানের অন্যতম রাষ্ট্রভাষা করার দাবি জানিয়ে স্মারকলিপি প্রদান করেন। প্রতিনিধিদলে ছিলেন আবুল কাসেম, তাজউদ্দীন আহমদ, শামসুল হক, সৈয়দ নজরুল ইসলাম, অলি আহাদ, কামরুদ্দিন আহমদ, নাঈমুদ্দিন আহমদ, শামসুল আলম এবং ডাকসু ভিপি অরবিন্দ গুহ। জিন্নাহ যথারীতি বাংলাভাষার দাবি নাকচ করে দেন।

রাষ্ট্রভাষা সম্পর্কে পাকিস্তানের গভর্নর জেনারেল মোহাম্মদ আলি জিন্নাহর সুস্পষ্ট ঘোষণার পর কার্যত পূর্ব বাংলার প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে রাষ্ট্রভাষা সংগ্রাম পরিষদের আট দফা চুক্তি অর্থহীন হয়ে পড়ে। এই সুযোগে চুক্তি বরখেলাপ করে ১৯৪৮ সালের ৮ এপ্রিল পূর্ব বাংলা ব্যবস্থাপক সভায় গৃহীত দুটি প্রস্তাবে বাংলাকে নির্ভেজাল প্রাদেশিক ভাষারূপে গণ্য করার সুপারিশ করা হয়।

১৯৪৯ সালের ৭ ফেব্রুয়ারি কেন্দ্রীয় পাকিস্তান শিক্ষা উপদেষ্টা বোর্ড ইসলামি আদর্শের দোহাই দিয়ে পাকিস্তানে প্রচলিত সমস্ত ভাষার জন্য আরবি হরফ প্রবর্তনের প্রস্তাব করেন পাকিস্তানের শিক্ষামন্ত্রী ফজলুর রহমান। ১৯৪৯ সালের ১২ মার্চ তারিখে গঠিত পাকিস্তান গণপরিষদের শাসনতান্ত্রিক মূলনীতি কমিটি ১৯৫০ সালের ১৮ সেপ্টেম্বর পেশকৃত রিপোর্টে উর্দুকেই পাকিস্তানের একমাত্র রাষ্ট্রভাষা করার সুপারিশ করে।

প্রতিক্রিয়ায় ১৯৫০ সালের ৪ ও ৫ নভেম্বর তারিখে ঢাকায় অনুষ্ঠিত সংবিধান-সম্পর্কিত জাতীয় মহাসম্মেলনে পাল্টা প্রস্তাবসমূহ উত্থাপন করা হয়। একই প্রশ্নে ১৯৫১ সালের ১৬ ও ১৭ মার্চ কুমিল্লায় অনুষ্ঠিত বিশ্ববিদ্যালয় ও কলেজ শিক্ষকদের সম্মেলনে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক ড. মুহম্মদ শহীদুল্লাহ্ তাঁর ভাষণে শিক্ষার মাধ্যমরূপে বাংলা ছাড়া অপর কোনো ভাষা চাপিয়ে দেওয়ার বিরুদ্ধে বিদ্রোহের আহ্বান জানিয়ে বলেছিলেন, কারণ তা হবে 'বাঙালিদের গণহত্যার তালিকা।' এই প্রেক্ষাপটে ১৯৫১ সালের ১১ মার্চ পূর্ব বাংলার সর্বত্র 'রাষ্ট্রভাষা দিবস' পালিত হয়।

১৯৪৭ সালের আগস্ট মাস থেকে ১৯৫২ সাল পর্যন্ত পূর্ব পাকিস্তান, প্রায় পাঁচ বৎসর পুরো হতে চললেও পাকিস্তান গণপরিষদ নবপ্রতিষ্ঠিত পাকিস্তান রাষ্ট্রের জন্য একটি

The 8-point agreement signed between the State Language Action Committee and the Chief Minister of East Bengal was rendered meaningless by Jinnah's intransigence. In the meantime, two resolutions were passed in the East Bengal Executive Council on 8 April 1948, recommending that Bangla be treated purely as a provincial language. Meanwhile, the State Language Action Committee was reorganized with Abdul Matin as its Convener.

Earlier on 7 February 1948, Education Minister Fazlur Rahman had proposed the introduction of the Arabic alphabet for all the languages spoken in Pakistan. The Constitutional Select Committee of the Pakistan Constituent Assembly, formed on 12 March 1948, submitted their report on 18 September 1950 recommending only Urdu as the state language of Pakistan.

The university and college teachers held a conference in Comilla on 16 and 17 March 1951, where Dr. Muhammad Shahidullah asked people to rise in revolt against the imposition of any language other than Bangla as the medium of instruction. He said should that happen, it would be tantamount to the "genocide of Bengalis". The 'State Language Day' was observed with greater fervour all over East Bengal on 11 March 1951.

Five years elapsed since the independence of Pakistan before the Constituent Assembly drew up a constitution for the newly formed nation in February 1952. By that time many changes took place on the political scene of Pakistan. Mohammad Ali Jinnah had earlier died in September 1948, and Khwaja Nazimuddin, Chief Minister of East Bengal, became the Governor General of Pakistan. Shortly after the death of Jinnah, Nawabzada Liaqat Ali Khan, Prime Minister of Pakistan, was assassinated in a public meeting in Rawalpindi, the military Head Quarter of Pakistan. Again, there would be a change in the power structure of Pakistan. Khwaja Nazimuddin, an Urdu-speaking member of the Nawab family of Dhaka, became Prime Minister, while a crippled but shrewd bureaucrat named Ghulam Mohammad, who had migrated from India, became the new Governor-General of Pakistan.

On 26 January 1952, Nazimuddin re-opened the debate on language by announcing in a meeting of All Pakistan Muslim League, convened in Dhaka that, "Only Urdu shall be the state language of Pakistan". His declaration once again ignited the fire of the language movement.

An All-Party worker meeting, chaired by Maulana Abdul Hamid Khan Bhashani was held in Dhaka Bar Library Hall on 31 January 1952 at the initiative of a new Action Committee. A new committee was formed with more than 40 members to lead the state language movement. Delegates from East Pakistan Muslim Students League, Tamaddun Majlis, Islamic Brotherhood, Youth Forum and Pakistan Mohajer Samiti were present in that meeting. Politician Abul Hashim, Students League leader Khaleq Newaz Khan, former Finance Minister Hamidul Haq Choudhury, General Secretary of Awami League Shamsul Haq, Professor Khairul Bashar, and Eden College student leader Mahbuba Khatun addressed the meeting.

BANGLADESH GENOCIDE RESEARCH

শাসনতন্ত্র বা সংবিধান প্রণয়নে সমর্থ হয়নি। ইতিমধ্যে পাকিস্তানের প্রথম গভর্নর জেনারেল মোহাম্মদ আলি জিন্নাহ ১৯৪৯ সালের সেপ্টেম্বর মাসে মৃত্যুবরণ করেন। তড়িঘড়ি করে পূর্ব বাংলার প্রধানমন্ত্রী খাজা নাজিমউদ্দিনকে পাকিস্তানের গভর্নর জেনারেল নিযুক্ত করা হয় । ১৯৫০ সালে পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী নবাবজাদা লিয়াকত আলি খান পাকিস্তানের সামরিক সদর দফতর রাওয়ালপিন্ডি শহরে এক জনসভায় ভাষণদানরত অবস্থায় আততায়ীর গুলিতে নিহত হন। এবারে পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী হিসেবে নিযুক্ত করা হয় ঢাকার নবাব পরিবারের সন্তান উর্দুভাষী খাজা নাজিমউদ্দিনকে। গভর্নর জেনারেল করা হয় দৈহিকভাবে পঙ্গু কিন্তু মানসিকভাবে ধুরন্ধর মোহাজের আমলা গোলাম মোহাম্মদকে।

১৯৫২ সালে পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা নিয়ে নতুনভাবে বিতর্কসৃষ্টির কৃতিত্ব খাজা নাজিমউদ্দিনের। তিনি ১৯৫২ সালের ২৬ জানুয়ারি পল্টন ময়দানের জনসভায় ঘোষণা দেন যে, 'উর্দুই হবে পাকিস্তানের একমাত্র রাষ্ট্রভাষা'। সঙ্গে সঙ্গে স্তিমিত ভাষা আন্দোলনের দ্বিতীয় পর্ব শুরু হয়ে যায়। খাজা নাজিমউদ্দিনের এই ঘোষণার পর 'বিশ্ববিদ্যালয় রাষ্ট্রভাষা সংগ্রাম কমিটি' পুনরুজ্জীবিত হয়ে ওঠে। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্ররা তাৎক্ষণিকভাবে বিক্ষোভে ফেটে পড়ে।

১৯৪৮ সালের ভাষা আন্দোলনের পর ১৯৪৯ সালের শেষের দিকে আবদুল মতিনকে আহ্বায়করূপে বিশ্ববিদ্যালয় রাষ্ট্রভাষা সংগ্রাম কমিটি' পুনর্গঠিত হয়েছিল। ১৯৫২ সালের ৩০ জানুয়ারি ঢাকা বার লাইব্রেরি হলে এক সর্বদলীয় কর্মিসভা অনুষ্ঠিত হয়। সভায় সর্বদলীয় রাষ্ট্রভাষা কর্মপরিষদ গঠিত হয়েছিল। আওয়ামী লীগ সভাপতি মাওলানা আবদুল হামিদ খান ভাসানীর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত এই কর্মিসভায় পূর্ব পাকিস্তান আওয়ামী মুসলিম লীগ, পূর্ব পাকিস্তান মুসলিম ছাত্রলীগ, পূর্ব পাকিস্তান যুবলীগ, পূর্ব পাকিস্তান লেবার ফেডারেশন, ইসলামী ভ্রাতৃসংঘ, তমদ্দুন মজলিস, পূর্ব পাকিস্তান রিকশা শ্রমিক ইউনিয়ন, সিভিল লিবার্টি কমিটি, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় রাষ্ট্রভাষা সংগ্রাম পরিষদ, নিখিল পূর্ব পাকিস্তান মুসলিম ছাত্রলীগ, পূর্ববঙ্গ কর্মীশিবির, পূর্ব পাকিস্তান মোহাজের অ্যাসোসিয়েশন, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বিভিন্ন হল সংসদ, আহসানউল্লাহ্ ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ ও ঢাকার বিভিন্ন কলেজের প্রতিনিধিরা যোগ দেন। সভায় বক্তৃতা করেন রাজনীতিক আবুল হাশিম, যুবলীগ সম্পাদক অলি আহাদ, ছাত্রলীগ নেতা খালেক নেওয়াজ খান, সাবেক অর্থমন্ত্রী হামিদুল হক চৌধুরী, আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক শামসুল হক, অধ্যাপক খায়রুল বাশার, ইডেন কলেজের নেত্রী মাহবুবা খাতুন। রাষ্ট্রভাষা আন্দোলনের জন্যে গঠিত কর্মপরিষদের আহ্বায়ক নির্বাচন করা হয় কাজী গোলাম মাহবুবকে।

প্রধানমন্ত্রী খাজা নাজিমউদ্দিন রাষ্ট্রভাষা সম্পর্কে তাঁর ঘোষণার তীব্র প্রতিক্রিয়া নিরসনের জন্য ১৯৫২ সালের ৩ ফেব্রুয়ারি গভর্নর হাউসে অনুষ্ঠিত এক সাংবাদিক সম্মেলনে বলেন, 'পল্টন ময়দানের জনসভায় তিনি এ সম্পর্কে কেবল কায়েদে আজমের উক্তির পুনরাবৃত্তি করেছেন, চূড়ান্তভাবে এ সম্পর্কে সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষমতা কেবল গণপরিষদেরই আছে'। তবে এক প্রশ্নের উত্তরে তিনি জানান, 'আমি কায়েদে আজমের নীতিতে দৃঢ় বিশ্বাসী।'

সংবাদ সম্মেলনে প্রদত্ত এই বক্তব্য আগুনে ঘি ঢালার মতোই ছিল। ১৯৫২ সালের ৪ ফেব্রুয়ারি রাষ্ট্রভাষা সংগ্রাম পরিষদের উদ্যোগে অত্যন্ত সফলতার সঙ্গে 'প্রতিবাদ দিবস' পালিত হয়। রাষ্ট্রভাষা বাংলার দাবিতে ঢাকায় ব্যাপক ছাত্র বিক্ষোভ ও পূর্ণ ছাত্র ধর্মঘট হয় এবং শোভাযাত্রা সহযোগে ১০ সহস্রাধিক ছাত্রছাত্রী শহর প্রদক্ষিণ করে।

১১ ফেব্রুয়ারি সাফল্যের সঙ্গে 'পতাকা দিবস' পালিত এবং ২১ ফেব্রুয়ারি 'রাষ্ট্রভাষা

Kazi Golam Mahbub was made the Convener of the Working Committee of the State Language Movement.

Prime Minister Khwaja Nazimuddin held a press conference at the Governor House on 3 February 1952. He said that although he had only repeated the words of the Quaid-e-Azam Muhammad Ali Jinnah, the final power to decide on the state language issue rested with the Constituent Assembly. But in reply to a question he said, "I firmly believe in the principles of Quaid-e-Azam".

This reply from Khwaja Nazimuddin added fuel to the fire. On 4 February 1952, a "Protest Day" was observed very successfully under the auspices of the University State Language Action Committee. Widespread student demonstrations were held, a student strike was observed, and a rally of more than 10 thousand students paraded the streets of Dhaka.

After a student meeting chaired by Gaziul Haq on the campus of Dhaka university, a huge rally of students chanting slogans like " We want Bangla as the state language", "Bangla must not be written in Arabic alphabet" etc., marched in Dhaka. As the rally passed by the Dhaka Central Jail, the slogans chanted by the political prisoners mingled with those chanted by the students in the rally. The whole city resounded with their roaring voices like peals of thunder.

The Flag Day was successfully observed from 11 to 13 February 1952, and it was resolved to observe the "State Language Day" on 21st of February 1952. The call had already gone out from a student meeting on the Protest Day observed on 4 February 1952 to lay siege on the Legislative Assembly during its budget session, and to observe a general strike on 21 February 1952.

On 10 February 1952, the Nurul Amin government banned the only opposition English daily, *The Pakistan Observer*, and harassed its owner, Hamidul Haq Choudhury and its editor, Abdus Salam, by arresting and denying them bail. On 16 February 1952, Sheikh Mujibur Rahman, the interned joint secretary of the Awami Muslim League and one of the leaders of the language movement of 1948, and his fellow prisoner, Mahiuddin Ahmed, started a hunger strike in Dhaka Central Jail. Sheikh Mujibur Rahman would be transferred to the Faridpur Jail soon afterwards.

The government now looked for ways to prevent the observance of the State Language Day on 21st February, which fell on the first day of the budget session of the Legislative Assembly. It clamped Section 144 in the afternoon of 20th February and banned meetings, rallies and protest marches for one month. This measure only aggravated the already tense situation. An emergency meeting of the All-Party State Language Action Working Committee presided over by the aged politician Abul Hashim was held on 20th February at the Awami League office at 94 Nawabpur Road. Fifteen representatives from different organizations attended the meeting. It failed to reach a consensus on the issue of whether or not to

CENTER FOR BANGLADESH GENOCIDE RESEARCH

দিবস' সফল করার দৃঢ় প্রত্যয় ঘোষণা করা হয়। রাষ্ট্রভাষা আন্দোলন জোরদার হয়ে ওঠার সঙ্গে সঙ্গে পূর্ব বাংলার মুখ্যমন্ত্রী নুরুল আমিনের মুসলিম লীগ সরকারের দমননীতি বেড়ে যেতে থাকে। ১৯৫২ সালের ১৩ ফেব্রুয়ারি নুরুল আমিন সরকার, সরকারবিরোধী একমাত্র ইংরেজি দৈনিক 'পাকিস্তান অবজারভার' পত্রিকা নিষিদ্ধ করে।

এসময়ে ১৯৫২ সালের ১৬ ফেব্রুয়ারি থেকে ১৯৪৮ সালের ভাষা আন্দোলনের অন্যতম নেতা, আওয়ামী মুসলিম লীগের যুগ্ম সম্পাদক রাজবন্দি শেখ মুজিবুর রহমান এবং সহবন্দি মহিউদ্দিন আহমদ ঢাকা কেন্দ্রীয় কারাগারে অনশন ধর্মঘট শুরু করেন। শেখ মুজিবুর রহমানকে ফরিদপুর জেলে স্থানান্তরিত করা হয়।

২১ ফেব্রুয়ারি আইনসভার বাজেট অধিবেশনের প্রথম দিন 'রাষ্ট্রভাষা দিবস' পালনের ঘোষণায় বিচলিত হয়ে নুরুল আমিন সরকার ২০ ফেব্রুয়ারি অপরাহ্নে এক মাসের জন্য ঢাকা শহরে ১৪৪ ধারা জারি এবং সভা, সমাবেশ, শোভাযাত্রা, বিক্ষোভ নিষিদ্ধ ঘোষণা করে।

১৯৫২ সালের ২০ ফেব্রুয়ারি সরকারের ১৪৪ ধারা জারিতে তীব্র প্রতিক্রিয়া দেখা দেয়। মওলানা আবদুল হামিদ খান ভাসানীর অনুপস্থিতিতে প্রবীণ রাজনীতিবিদ আবুল হাশিমের সভাপতিত্বে ২০ ফেব্রুয়ারি সন্ধ্যায় সর্বদলীয় রাষ্ট্রভাষা কর্মপরিষদের এক জরুরি সভা ৯৪, নবাবপুর রোডে আওয়ামী লীগ অফিসে অনুষ্ঠিত হয়। এই সভায় বিভিন্ন সংগঠনের ১৫ জন প্রতিনিধি উপস্থিত ছিলেন। পরদিন অর্থাৎ ২১ ফেব্রুয়ারি ১৪৪ ধারা ভাঙার প্রশ্নে সভায় মতানৈক্য দেখা দেয়। অলি আহাদ, আবদুল মতিন এবং ঢাকা মেডিকেল কলেজের ছাত্র গোলাম মওলা ২১ ফেব্রুয়ারি ১৪৪ ধারা ভঙ্গের পক্ষে ভোট দেন, বাকি ১১ জন ১৪৪ ধারা ভঙ্গের বিপক্ষে ভোট দেন। মোহাম্মদ তোয়াহা ভোটদানে বিরত থাকেন। সভায় সিদ্ধান্ত হয়, পরদিন বিশ্ববিদ্যালয় ছাত্রসভায় সর্বদলীয় কর্মপরিষদের দুটি মতই উপস্থাপন করা হবে। সভাপতি আবুল হাশিম রুলিং দেন, 'যদি ছাত্রছাত্রীরা সর্বদলীয় পরিষদের সংখ্যাগরিষ্ঠ সদস্যের সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে অর্থাৎ ১৪৪ ধারা ভঙ্গের পক্ষে মত প্রকাশ করে তাহলে সর্বদলীয় রাষ্ট্রভাষা কর্মপরিষদ বিলুপ্ত বিবেচিত হবে।'

১৯৫২ সালের ২১ ফেব্রুয়ারি মূলত ছাত্র-ছাত্রীদের অনমনীয় মনোভাব এবং ছাত্র-জনতার অভূতপূর্ব বলিষ্ঠতা এবং অপরিমেয় ত্যাগ-তিতীক্ষার কারণেই বাংলাদেশের ইতিহাসে সবচেয়ে উজ্জ্বল দিন হয়ে উঠেছিল। ২১ ফেব্রুয়ারি সকাল থেকে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কলাভবন, মেডিকেল কলেজ হোস্টেল প্রাঙ্গণ এবং নিকটবর্তী জগন্নাথ হল মিলনায়তন, যেখানে পূর্ব বাংলার আইন সভার অধিবেশন বসত, তা সশস্ত্র পুলিশ ও ই পি আর বাহিনী ঘেরাও করে রেখেছিল।

ঐদিন সকাল থেকেই বিভিন্ন হলের ছাত্র-ছাত্রীরা অসংখ্য প্লাকার্ড নিয়ে বিশ্ববিদ্যালয় কলাভবন প্রাঙ্গণে সমবেত হতে থাকে। শহরের বিভিন্ন স্কুল-কলেজের ছাত্র-ছাত্রীরা তাদের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ধর্মঘটের পর ছোট ছোট দলে বিভক্ত হয়ে বিভিন্ন পথে বিভিন্ন দিক থেকে দেওয়াল ও ফেনসিং অতিক্রম করে কলাভবনের আমতলায় সমবেত হয়। সকাল ১১টার মধ্যেই কলাভবন প্রাঙ্গণ বিক্ষুব্ধ ছাত্রছাত্রীতে ভরে যায়। সকাল ১১টার দিকে ছাত্রনেতা গাজীউল হকের সভাপতিত্বে শুরু হয় ২১ ফেব্রুয়ারির ঐতিহাসিক ছাত্রসভা। সভার শুরুতে সর্বদলীয় রাষ্ট্রভাষা কর্মপরিষদের পক্ষ থেকে রাজনীতিবিদ শামসুল হক ১৪৪ ধারা ভঙ্গ না করে শান্তিপূর্ণভাবে আন্দোলন চালিয়ে যাওয়ার আহ্বান জানিয়ে বক্তব্য রাখেন কিন্তু ছাত্রদের নানা প্রশ্নে বিপর্যস্ত হয়ে তিনি সহকর্মীদের নিয়ে সভাস্থল ত্যাগ করেন। এরপর বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রসংগ্রাম পরিষদের আহ্বায়ক আবদুল মতিন বলেন, 'আমি সভাশেষে, মিছিলশেষে, ঢাকা মেডিকেল কলেজ হোস্টেল প্রাঙ্গণে জমায়েত হওয়া, সেখান থেকে জগন্নাথ হল মিলনায়তনে আইন পরিষদ ভবনে গিয়ে আইন পরিষদকে দিয়ে

violate Section 144 on 21 February 1952.

Oli Ahad and Abdul Matin, two students of Dhaka University, and Golam Mowla, a student of Dhaka Medical College, voted for violation of Section 144, while 11 participants voted against it. Mohammad Toaha refrained from voting. Since the meeting could not end with a consensus, the chairman of the meeting, Abul Hashim, accepted a proposal put forward by Abdul Matin of the University State Language Action Committee. It was resolved that both the opinions of the All-Party Committee would be presented in the student meeting at the university on the following day. Abul Hashim gave this ruling: "If the students give opinion against the decision of the majority members of the All-Party Action Committee, i.e. if they are in favour of violating Section 144, the All-Party State Language Action committee will be deemed defunct and non-existent." Next day, it was unanimously resolved that Section 144 would be violated, and thus the All-Party State Language Committee virtually ceased to exist. The leadership of the Language Movement passed into the hands of the students of Dhaka University and Dhaka Medical College.

The reason why 21 February 1952 became one of the shining chapters of Bangladesh's history was the steadfast attitude of the students and the unparalleled determination and sacrifices of both students and people. From the dawn of that day, the armed police and members of the East Bengal Rifles surrounded Dhaka Medical College, Dhaka University Arts Faculty and Jagannath Hall auditorium, which were located near the venue of the East Bengal Legislative Assembly.

Students from various halls started pouring into the Dhaka University Arts Faculty campus from the wee hours of the morning of 21st February. They were carrying banners and placards. Students went on strike in the schools and colleges, and then gathered at the *Aamtala* in small groups. The air filled with slogans like, "We defy Section 144"; "Violate Section 144"; "We demand Bangla as a state language", etc. Around 11 am, the historic student meeting of 21st February started with the student leader Gaziul Haq in the chair. In the beginning of the meeting, Shamsul Haq, a politician, called upon the students not to violate Section 144 and urged them to continue their movement peacefully. But being harassed by questions from the students, he, along with his colleague Khondaker Moshtaq Ahmed, left the meeting.

What happened afterward could be learnt from the words of Abdul Matin, the Convener of the University Student Action Committee. "I proposed that we assembled in the yards of Dhaka Medical College after the meeting and the procession, and then went to Jagannath Hall auditorium where the Legislative Assembly was in session" he said. He further added, "I also said that we would force the Legislative Assembly to pass a resolution declaring Bangla as one of the state languages of Pakistan, and build up a countrywide irresistible movement on the basis of that resolution. I further said that we could make Bangla a state language of Pakistan only through the correct implementation of this

বাংলাকে পাকিস্তানের অন্যতম রাষ্ট্রভাষা করার প্রস্তাব পাস করানো এবং সেই প্রস্তাবকে ভিত্তি করে দেশব্যাপী দুর্বার আন্দোলন গড়ে তোলার আহ্বান জানাই এবং বলি যে, আমাদের সেই সঠিক কর্মসূচি বাস্তবায়নের মাধ্যমেই কেবল বাংলাকে পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা করা সম্ভব। সুতরাং বাংলাকে রাষ্ট্রভাষা করার আন্দোলনকে জয়যুক্ত করার জন্য আমাদের কর্তব্য হবে ১৪৪ ধারা অমান্য করা এবং সর্বদলীয় রাষ্ট্রভাষা কর্মপরিষদের ভ্রান্ত ও চরম ক্ষতিকর প্রস্তাব গ্রহণ না করা।'

বিপুল করতালি ও গগনবিদারী রাষ্ট্রভাষা বাংলা চাই, ১৪৪ ধারা মানি না শ্লোগানের মধ্য দিয়ে সমবেত ছাত্রছাত্রীরা আবদুল মতিনের প্রস্তাবের সমর্থন জানায়। আবদুস সামাদের প্রস্তাবক্রমে ১৪৪ ধারা ভঙ্গের জন্য ১০ জন ছাত্রের ছোট ছোট দল বিশ্ববিদ্যালয় কলাভবনের সিংহদ্বার পর্যন্ত সুশৃঙ্খলভাবে সারিবদ্ধভাবে অবস্থান গ্রহণ করে। বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস চ্যান্সেলর সমবেত ছাত্রদের ১৪৪ ধারা ভঙ্গ না করার অনুরোধ জানাতে থাকেন। ছাত্ররা বিনয়ের সঙ্গে তাঁর অনুরোধ রক্ষায় অপারগতা জানিয়ে ১৪৪ ধারা ভঙ্গের প্রস্তুতি গ্রহণ করে।

দুপুর ১২টার দিক থেকে ছাত্রদের ১০ জনের এক একটি দল রাষ্ট্রভাষা রাষ্ট্রভাষা বাংলা চাই বাংলা চাই শ্লোগান দিতে দিতে সিংহদ্বার অতিক্রম করে। কিন্তু রাজপথে পা দেওয়ার সঙ্গে সঙ্গে তাদের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ে সশস্ত্র পুলিশ বাহিনী, পুলিশ ১৪৪ ধারা ভঙ্গকারীদের ওপর একের পর এক প্রচণ্ড লাঠিচার্জ এবং কাঁদানে গ্যাস ছুঁড়তে থাকে। সমগ্র কলাভবন প্রাঙ্গণ এবং সামনের রাজপথ মেডিকেল কলেজ প্রাঙ্গণ ও বিশ্ববিদ্যালয় খেলার মাঠ রণাঙ্গনে পরিণত হয়। একদিকে সশস্ত্র পুলিশের লাঠি ও টিয়ারগ্যাস অপরদিকে নিরস্ত্র ছাত্রছাত্রীদের ইটপাটকেল বা নিক্ষিপ্ত টিয়ারগ্যাস শেল ধরে ফেলে পাল্টা পুলিশের ওপর বর্ষণ করা। পুলিশ ক্রমশ মেডিকেল কলেজের সামনের রাস্তা থেকে পশ্চাদপসরণ করে মেডিকেল কলেজ হোস্টেল গেট ও জগন্নাথ হলের নিকটবর্তী চৌরাস্তায় সমবেত হতে থাকে। সেখানে পূর্ব থেকেই ই পি আর সৈন্যরা মেশিনগান বসিয়েছিল। সমগ্র দুপুর বিশ্ববিদ্যালয় কলাভবন প্রাঙ্গণ, মেডিকেল কলেজ প্রাঙ্গণ এবং বিশ্ববিদ্যালয় খেলার মাঠ জুড়ে পুলিশের বিরুদ্ধে ছাত্রজনতার অসম লড়াই চলে। বিশ্ববিদ্যালয় কলাভবন ও মেডিকেল কলেজ প্রাঙ্গণের লোহার ফেন্সিং অপসারিত হয় এবং মেডিকেল কলেজ হোস্টেলের শেষপ্রান্ত অর্থাৎ জগন্নাথ হল মিলনায়তনের বিপরীত দিক পর্যন্ত ছাত্র-জনতার দখলে চলে যায়।

১৯৫২ সালের ২১ ফেব্রুয়ারি ১৪৪ ধারা ভঙ্গকারী প্রথম দলের নেতৃত্ব দেন ইতিহাস বিভাগের কৃতী ছাত্র হাবিবুর রহমান শেলী, আর প্রথম ১৪৪ ধারা ভঙ্গ করেন ফজলুল হক হলের বিশিষ্ট ফুটবল খেলোয়াড় আবদুল জলিল সরকার। দ্বিতীয় দলের নেতৃত্ব ছিলেন আবদুস সামাদ আজাদ ও ইব্রাহিম তাহা। তৃতীয় দলের নেতৃত্ব দেন আনোয়ারুল হক ও ওবায়দুল্লাহ। পঞ্চম দলটি ছিল বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রীদের, যে ১০ জন ছাত্রী ১৪৪ ধারা ভঙ্গ করেন তাঁদের মধ্যে ছিলেন সাফিয়া খাতুন, সুফিয়া ইব্রাহিম, হালিমা খাতুন, রওশন আরা (বাচ্চু) প্রমুখ।

মেয়েদের দলটি মেডিকেল কলেজের সামনের ইউকেলিপটাস-শোভিত প্রশস্ত রাজপথ ধরে কিছুদূর যেতেই তাদের ওপর পুলিশের দল ঝাঁপিয়ে পড়ে। ১০ জন ছাত্রীর মিছিলটির সামনের দলের কয়েকজন ছাত্র উত্তেজিত হয়ে পুলিশের লাঠি কেড়ে নেয়। তখনই সার্জেন্টের বাঁশি বেজে ওঠে। শুরু হয় ছাত্র ও ছাত্রীদের ওপরে নির্বিচারে প্রচণ্ড লাঠিচার্জ ও কাঁদানে গ্যাস প্রয়োগ, মেয়েরাও ছড়িয়ে-ছিটিয়ে পড়েন। অনেক ছাত্র ও কয়েকজন ছাত্রীকে গ্রেফতার করে নিয়ে যায় পুলিশ।

বায়ান্নর একুশে ফেব্রুয়ারি, দুপুর গড়িয়ে বেলা অপরাহ্নে গিয়ে পড়ে, পূর্ব বাংলা

program. Therefore our duty would be to violate Section 144 and not to accept the misleading and extremely harmful proposal of the All-Party State Language Working Committee."

The assembled students greeted Abdul Matin's proposal with applause and slogans. According to a proposal by Abdus Samad, groups of 10 students were formed for the purpose of defying Section 144. They took their position at the main gate of the old Arts Faculty, where the Vice-Chancellor of Dhaka University urged upon the students not to violate Section 144. The students politely refused to abide by his request.

The chains and locks of the main gate could not hold the students inside the Arts Faculty compound for long. Around 12 noon, groups of ten students crossed the main gate one by one chanting slogans, "We want Bangla as a state language". The police started to attack the students with clubs and hurled teargas shells at them. The whole of the Arts Building compound and the road in front of it, Dhaka Medical College compound and the Dhaka University playground turned into battlefields. On the one hand, the police were using clubs and teargas. On the other hand, the students hurled brickbats and threw back the teargas shells at the police.

Gradually, the police retreated from the road in front of Dhaka Medical College to reassemble at the street crossing between the gate of Dhaka Medical College Hostel and the Jagannath Hall. There the units of the East Bengal Rifles (EBR) had put up a machine-gun post and a blockade. From late morning up to midday, an unequal fight was waged between the police and the students on the Arts Faculty campus, Dhaka Medical College campus and the Dhaka University playground. The iron fences around the Arts Faculty and Medical College campuses were removed, and the whole area up to the end of the Medical College hostel on the opposite side of Jagannath Hall auditorium, went under the control of the students and the people.

Habibur Rahman Shelly, a brilliant student of history, led the first group of students defying Section 144. The person who first broke Section 144 was the renowned football player of Fazlul Haq Hall, Abdul Jalil Sarkar. Abdus Samad Azad and Ibrahim Mohammad Taha led the second group, whereas Anwarul Haq and Obaidullah led the third group. The fifth group comprised ten female students of the university including Sufia Khatun, Sufia Ibrahim, Halima Khatun, and Rowson Ara Bachchu.

As the group of the female students advanced along the Eucalyptus-lined avenue in front of the Medical College, the police ferociously swooped on them. This attack on the female students enraged the students as a whole and some of them even snatched away the clubs from the hands of the police. At that moment a sergeant blew his whistle. An indiscriminate lathi-charge and hurling of teargas shells on the students began. The police arrested many of them on the spot.

It was afternoon by then and the time of the first session of the Legislative Assembly was drawing near. The battlefield of Ekushey had by then transferred from the old Arts Faculty campus to the Medical

CENTER OF BANGLADESH GENOCIDE RESEARCH

আইনসভার বাজেট অধিবেশনের প্রথম অধিবেশনের সময় হয়ে আসে। একুশের রণাঙ্গন তখন কলাভবন থেকে মেডিকেল হোস্টেলের প্রাঙ্গণ ও চৌরাস্তায় স্থানান্তরিত। ছাত্র জমায়েত হোস্টেল প্রাঙ্গণে, ই পি আর পুলিশের ব্যারিকেড মেডিকেল হোস্টেল চৌরাস্তায়। তাদের নেতৃত্ব দিলেন ঢাকা জেলা পুলিশ সুপার ইদ্‌রিস ও সিটি এসপি মাসুদ। পুলিশ-ছাত্র সংঘর্ষ তখনও অব্যাহত। লাঠি, টিয়ার গ্যাসের সঙ্গে ইট-পাটকেলের যুদ্ধ। পরিষদ-ভবনে দু-একজন করে পরিষদ সদস্য যাচ্ছেন। ছাত্ররা তাঁদের অনুরোধ জানিয়ে মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে পুলিশি হামলায় আহত অগণিত রক্তাক্ত ছাত্র-জনতাকে দেখাচ্ছে। তাঁরা সহানুভূতি জানাচ্ছেন, প্রতিশ্রুতি দিচ্ছেন আইনসভায় প্রতিবাদ জানানোর।

এরপর অপরাহ্ণ ৩টার পরেই কোনো প্রকার সতর্ক না করে মেডিকেল কলেজ হোস্টেল চৌরাস্তা থেকে পুলিশ হোস্টেল প্রাঙ্গণে জমায়েত ছাত্রদের ওপর গুলিবর্ষণ করতে শুরু করে। এর ফলে মানিকগঞ্জ রাজেন্দ্র কলেজের ছাত্র রফিকউদ্দিন হোস্টেল প্রাঙ্গণে নিহত হন। পুলিশের বুলেট সরাসরি তাঁর মাথায় লাগে, তাঁর মাথার খুলি উড়ে যায়। বহু ছাত্রজনতা আহত হন, আহতদের মধ্যে বুলেটবিদ্ধ ২০ জনকে মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে গুরুতর অবস্থায় ভর্তি করা হয়। ২০ নং ব্যারাকের বারান্দায় আবুল বরকত তাঁর সহপাঠী শামসুল বারী ওরফে মিয়া মোহনকে দেখে এগিয়ে আসছিলেন, হঠাৎ আবুল বরকত পড়ে গেলেন মাটিতে। পুলিশ হোস্টেল প্রাঙ্গণে ঢুকে পূর্বদিক থেকে সোজা গুলি চালায়। তাঁকে মেডিকলে ইমার্জেন্সিতে নিয়ে যাওয়া হয়। তিনি রাত ৮টার দিকে অপারেশন থিয়েটারে মারা যান। ২১ ফেব্রুয়ারির দ্বিতীয় শহীদ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের রাষ্ট্রবিজ্ঞানের শেষ পর্বের ছাত্র আবুল বরকত। তলপেট এবং উরুতে বুলেটবিদ্ধ আবুল বরকতের সে রাতেই অপারেশন থিয়েটারে মৃত্যু হয়।

২১ ফেব্রুয়ারি পুলিশের গুলিতে বুলেটবিদ্ধ গুরুতররূপে আহত অপর ১০ জন মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে ভর্তি হন। তাঁদের নাম, আনোয়ারুল এছলাম (২৪, সলিমুল্লাহ মুসলিম হল); এ আর ফৈয়াজ (১৯, জগন্নাথ কলেজ); সিরাজউদ্দিন খান (২২, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়); আবদুস সালাম (২৭, শুল্ক বিভাগের পিয়ন এবং পরে মারা যান); এম আর মোতালেব (১৪); এলাহী বখশ (৪৫); মনসুর আলী (১৬); তাজুল এছলাম (১৯); মাসুদুর রহমান (১৬); আবদুস সালাম (২২); আখতারুজ্জামান (১৯); এ রাজ্জাক (১৭); মোজাম্মেল হক (২৩); সুলতান আহমদ (১৮); এ রশিদ (১৪) এবং মোহাম্মদ। ঐ তালিকা থেকে দেখা যায় শুল্ক বিভাগের পিয়ন আবদুস সালাম বায়ান্নর একুশের অন্যতম শহীদ আর বুলেটবিদ্ধদের মধ্যে ১১ বছরের একজন, ১৪ বছরের ২ জন, ১৬ বছরের ৩ জন, আর ১৭ ও ১৮ বছরের ৮ জন কিশোর ছিলেন।

সরকারি প্রেসনোটে গুলিতে ৩ জনের মৃত্যু ও ২ জনের আহত হওয়ার সংবাদ স্বীকার করা হয়। যদিও ২১ ফেব্রুয়ারি পুলিশের গুলিতে শহীদদের সংখ্যা ছিল আরো বেশি। পুলিশ যে কয়েকজনের লাশ গুম করে ফেলেছিল তার প্রমাণ, আবুল বরকত ছাড়া একুশের অপর কোনো শহীদের কবর নেই।

প্রধানমন্ত্রী নুরুল আমিন অবশ্য ২১ ফেব্রুয়ারি সন্ধ্যায় আইন পরিষদের অধিবেশনে গুলি চালনা বা নিহত হওয়ার ঘটনা স্বীকার করেননি। যদিও মুসলিম লীগ এবং বিরোধী কংগ্রেস দলের বেশ কয়েকজন পরিষদ সদস্য মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে বুলেটবিদ্ধ হতাহতদের স্বচক্ষে দেখে আসার কথা পরিষদে জানান। বায়ান্ন সালের একুশে ফেব্রুয়ারি বিকেলে ঢাকা মেডিকেল কলেজ হোস্টেল প্রাঙ্গণে বাংলাভাষার দাবিতে বিক্ষোভরত ছাত্রজনতার ওপর পুলিশের ঠাণ্ডা মাথায় গুলি চালানো এবং ছাত্রজনতা হত্যার খবর দাবানলের মতো ঢাকা শহর এবং দেশের সর্বত্র ছড়িয়ে পড়ে। সঙ্গে সঙ্গে অফিস-

College campus as well as to the crossroads behind it. The students assembled in the Dhaka Medical College campus, while the police and the EBR barricaded the crossroads near the Medical College Hostel. Dhaka District Superintendent of Police Idris, the City SP Masud, and District Magistrate Quraishi led the attacks by police and EBR. The fight between the students and the police continued unabated. Students stopped one or two Assembly members, who were on their way to the Assembly House, and requested them to see how students and innocent people were brutally attacked by the police.

Around 4 o'clock on that day, the police opened fire on the students from the crossroads without any warning. Rafiquddin, a student of Manikganj Debendra College, was killed on the Medical College campus. The bullet had hit him right in the head, blowing away a part of his skull. Many students and ordinary people were injured; twenty amongst them with serious bullet injuries were admitted in the Dhaka Medical College Hospital. On the verandah of Barrack No. 20, Abul Barkat, a final year student of Political Science at Dhaka University, who was walking towards his classmate Shamsul Bari alias Mia Mohan, suddenly collapsed on the ground. The police had stepped into the Medical College compound and fired straight into the crowd of students. Bullets hit Barkat in the lower abdomen and thigh, and he died in the operation theatre on the same night, becoming the second martyr of 21 February 1952.

Those seriously wounded and admitted in the Dhaka Medical Hospital on 21 February 1952 were Anwarul Islam (24, Salimullah Muslim Hall); A R Faiwaz (19, Jagannath College); Sirajuddin Khan (22, Dhaka University); Abdus Salam (27, a peon of the Customs Department, who later succumbed to his injuries); M R Motaleb (14); Elahi Baksha (45); Monsur Ali (14); Tahzul Islam (19); Masudur Rahman (16); Abdus Salam (22); Akhtaruzzaman (11); A Razzak (17); Mozammel Haq (23); Sultan Ahmad (18); A Rashid (14) and Mohammad. Abdus Salam, the peon of Customs Department, died in the hospital, becoming the third martyr of 21 February 1952.

The government press note acknowledged 3 deaths and 2 injuries, although the actual number of casualties was much higher. The police had concealed several dead bodies, which is the reason why there is no grave of any other martyr of that day other than Abul Barkat. Several Muslim League and opposition Congress members informed the Assembly that evening that they had visited the Medical College Hospital and seen the victims with their own eyes. But Chief Minister Nurul Amin refused to admit in the session of the Legislative Assembly that any occurrence of shooting or killing had taken place.

The news of this cold-blooded shooting by the police on the protesting students and people, and the killings on the campus of Dhaka Medical College spread like wildfire. All offices, courts, shops, factories, even the radio and the railway stations were instantly shut down. People poured out on the streets, and the whole country seethed with anger and outrage. Students continued to demonstrate by setting up microphones in

BANGLADESH GENOCIDE RESEARCH

আদালত, ব্যবসা-বাণিজ্য, দোকান-পাট, কল-কারখানা এমনকি রেল চলাচল ও রেডিও স্টেশন বন্ধ হয়ে যায়। সব মানুষ পথে নেমে আসে, দেশ বিক্ষোভে ফেটে পড়ে। মেডিকেল হোস্টেল, সলিমুল্লাহ মুসলিম হল, ফজলুল হক হল, ঢাকা ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ হোস্টেলের মাইক লাগিয়ে ছাত্ররা আন্দোলন পরিচালনা করতে থাকেন। শেষ পর্যন্ত সরকার অবশ হয়ে পড়ে।

২১ ফেব্রুয়ারি বাংলাভাষার জন্য ছাত্র-জনতার রক্তদানের মুহূর্ত থেকে সমগ্র পূর্ব বাংলার প্রেক্ষাপট সম্পূর্ণ বদলে যায়। পূর্ব বাংলা যেন এক নতুন দেশে পরিণত হয়। ২২ ফেব্রুয়ারি সকালে বিশ্ববিদ্যালয় কলাভবন এবং সমস্ত হলে ছাত্রছাত্রীরা ভাষা শহীদানের শোকে কালো পতাকা উত্তোলন এবং কালো ব্যাজ পরিধান করেন। শহরের নিয়ন্ত্রণ সরকার ই পি আর ও সেনাবাহিনীর হাতে ছেড়ে দেয়। ২২ ফেব্রুয়ারি সকাল ১০টায় ঢাকা মেডিকেল হোস্টেল প্রাঙ্গণে শেরে বাংলা একে ফজলুল হকের উপস্থিতিতে স্মরণকালের সবচেয়ে বিশাল গায়েবানা জানাজা পাঠ করা হয় একুশের শহীদদের জন্যে। নামাজ শেষে ইমাম সাহেব মোনাজাতে বলেন, 'হে আল্লাহ আমাদের অতি প্রিয় শহীদানের আত্মা যেন চিরশান্তি পায়, আর যে জালিমরা আমাদের প্রাণের প্রিয় ছেলেদের খুন করেছে তারা যেন ধ্বংস হয়ে যায় তোমার এই দুনিয়া থেকে। 'ভাষা শহীদানের গায়েবি জানাজায় ইমাম সাহেবের ঐ মোনাজাত ছিল জানাজায় অংশগ্রহণকারী হাজার মানুষের অন্তরের আর্তি। ২২ ফেব্রুয়ারি সকালে জানাজা শেষে লক্ষাধিক লোকের এক বিশাল শোক শোভাযাত্রা বের হয়, ঢাকায় বা পূর্ববঙ্গে এর আগে এত বড় শোভাযাত্রা কখনো বের হয়নি। শোভাযাত্রায় কালো পতাকা ছাড়াও ছিল শহীদদের রক্তমাখা জামা কাপড়। এই বিশাল শোভাযাত্রা পুরাতন হাইকোর্ট ও কার্জন হলের মধ্যবর্তী রাস্তায় পৌঁছুলে তাদের ওপর প্রচণ্ড লাঠিচার্জ ও গুলি চলে। আক্রমণ হয়েছিল শোভাযাত্রার মাঝামাঝিতে। ফলে শোভাযাত্রাটি দু ভাগে ভাগ হয়ে যায়। এক ভাগ পুনরায় সংগঠিত হয়ে নবাবপুর রোডে গিয়ে পৌঁছায়।

নবাবপুরের মাঝামাঝি অঞ্চলে পুলিশ পুনরায় গুলি চালায়। সেখানে গুলিবিদ্ধ হয়ে শহীদ হন হাইকোর্টের কর্মচারী শফিউর রহমান। ২২ ফেব্রুয়ারি সারাদিন শহরে ব্যাপক বিক্ষোভ চলে। বিক্ষুব্ধ শোক শোভাযাত্রার ওপর শহরের বিভিন্ন স্থানে পুলিশ, ইপিআর ও সেনাবাহিনী বারবার লাঠিচার্জ, কাঁদানে গ্যাস নিক্ষেপ এবং গুলি চালায়। ফলে অসংখ্য বিক্ষোভকারী হতাহত হয়। সেদিন নিরাপত্তা বাহিনী অনেক লাশ সরিয়ে ফেলে। উত্তেজিত জনতা মুসলিম লীগ সমর্থক ইংরেজি দৈনিক 'মর্নিং নিউজ' ও বাংলা 'দৈনিক সংবাদ' পত্রিকার অফিসে আগুন লাগানোর চেষ্টা করলে পুনরায় গুলি চালানো হয়।

দৈনিক 'আজাদ' পত্রিকায় ২৩ ফেব্রুয়ারিতে প্রকাশিত প্রতিবেদন অনুসারে ২২ ফেব্রুয়ারি শুক্রবারের পুলিশের ও সেনাবাহিনীর গুলিতে ৪ জন নিহত ও শতাধিক আহত, সাত ঘন্টার জন্য কারফিউ বা সান্ধ্য আইন, শহরে স্বতঃস্ফূর্ত হরতাল পালন এবং ২১ ও ২২ ফেব্রুয়ারি হত্যাকাণ্ডের প্রতিবাদে দৈনিক 'আজাদ'- সম্পাদক ও বিশিষ্ট সাহিত্যিক আবুল কালাম শামসুদ্দিনের পরিষদ-সদস্যপদে ইস্তফা দেবার সংবাদ ছাড়াও সেনাবাহিনীর সদস্যদের বেয়োনেটের খোঁচায় বিক্ষোভকারীদের ঘায়েল হওয়ার সংবাদ প্রকাশিত হয়।

২১ ও ২২ ফেব্রুয়ারি শহীদদের স্মৃতিকে অমর করে রাখার জন্য মেডিকেল হোস্টেলের সামনে যেখানে শহীদের রক্ত পড়েছিল, সেখানে ২৩ ফেব্রুয়ারিতে রাতারাতি মেডিকেল কলেজের ছাত্ররা ১০ ফুট উঁচু একটি স্মৃতিস্তম্ভ নির্মাণ করে। মেডিকেল কলেজের ছাত্র সাঈদ হায়দারের পরিকল্পনা অনুসারে এবং বদরুল আলমের লেখা পরিচিতি ধারণ করে গড়ে ওঠে এই মিনার। শহীদ মিনারটি ২৩ ফেব্রুয়ারি আনুষ্ঠানিকভাবে উদ্বোধন করেন দৈনিক 'আজাদ' সম্পাদক ও পরিষদ থেকে পদত্যাগকারী সদস্য আবুল কালাম শামসুদ্দিন। শহীদ মিনারটি ২৪, ২৫ ও ২৬

Dhaka Medical College Hostel, Salimullah Muslim Hall, Fazlul Haq Hall and Dhaka Engineering College Hostel.

On the morning of 22 February 1952, black flags were hoisted atop the Arts Faculty and all student halls. Students wore black badges as a sign of mourning for those who were killed. The EBR and the army took control of Dhaka. At 10 am, the biggest *namaz-e-Janaza* (funeral prayer) in the known history was held on the Dhaka Medical College campus in the presence of Sher-e-Bangla A K Fazlul Haq. At the end of the *namaz*, the Imam said in his prayer, "O Allah, let our dearest *shaheeds* (martyrs) sleep in peace, and let those who have killed our dear sons be destroyed and erased from the face of this earth." These words of the Imam echoed the heartfelt grief of thousands of people participating in the *janaza*. After the funeral, a huge mourning procession of over one hundred thousand people started. Such a mammoth rally was unprecedented in Dhaka or whole of East Bengal. The rally carried black flags, and the bloodstained clothes of the martyrs. When it reached the street between the old High Court and Curzon Hall, the police began to lathi-charge heavily and opened fire.

The assault came on the middle portion of the rally, splitting it into two. One part reassembled on Nawabpur Road, where the police opened fired on it. Shafiur Rahman, an official of the High Court, was hit by a bullet and died on the spot. Widespread agitation took place in the city throughout the 22nd of February. The police, the EBR and the army lobbed teargas shells and fired upon the crowd at different places in the city, killing and injuring many. Many dead bodies were scurried away by the security forces, never to be found again. When the agitated mob tried to set fire on the offices of pro-Muslim League English daily, *Morning News* and Bangla daily *Sangbad*, the security forces started to fire again, leading to many more casualties.

According to a report published in *The Daily Azad* on 23 February 1952, 4 people had died on 22nd February, while more than a hundred had received bullet wounds. The newspaper also reported that a 7-hour curfew had been clamped on the city and a spontaneous hartal had been observed. Abul Kalam Shamsuddin, a noted litterateur and the editor of *The Daily Azad*, resigned from the Legislative Assembly in protest of the atrocities of 21 and 22 February. Besides, his newspaper also published stories of people who had received bayonet injuries from the army.

Overnight the Dhaka Medical College students built a 10-foot high *Shaheed Minar* (Martyrs' Monument) in the memory of the language martyrs, according to the plan of the Medical College student Sayyid Haider and bearing the inscription by Badrul Alam. It was built in front of Dhaka Medical College Hostel, right on the spot where the blood of the first martyr of the Bangla language was spilled. Abul Kalam Shamsuddin, the editor of *The Daily Azad* formally inaugurated the Minar on 23rd February. Scores of people visited that Shaheed Minar on 24, 25, and 26 February until the police demolished it in the afternoon of 26 February 1952.

BANGLADESH GENOCIDE RESEARCH

ফেব্রুয়ারিতে হয়ে উঠেছিল বাঙালির তীর্থকেন্দ্র। তা নুরুল আমীন সরকারের পক্ষে ছিল অসহনীয়। সরকারের নির্দেশে পুলিশ বাহিনী ২৬ ফেব্রুয়ারি অপরাহ্নে সেই প্রথম শহীদ স্মৃতিস্মম্ভটি ভেঙে গুঁড়িয়ে দেয় এবং ট্রাকে করে ভাঙা শহীদ মিনারটির ইট, বালু, সিমেন্ট সব উঠিয়ে নিয়ে যায়।

২৪ ফেব্রুয়ারি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় এক্সিকিউটিভ কাউন্সিল এবং বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষকরা আলাদা আলাদা সভায় মিলিত হয়ে গুলিবর্ষণের নিন্দা এবং ভাষা শহীদদের প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করেন। শিক্ষকদের সভায় বক্তৃতা করেছিলেন অধ্যাপক মুনীর চৌধুরী, অধ্যাপক মোজাফ্ফর আহমদ চৌধুরী এবং আরো কেউ কেউ।

২৫ ফেব্রুয়ারি বায়ান্নর ভাষা আন্দোলনের পঞ্চম দিনেও ঢাকায় পূর্ণ হরতাল পালিত হয়। ঐ দিন পুলিশ জননিরাপত্তা আইনে পূর্ব বাংলা আইন পরিষদের সদস্য আবদুর রশীদ তর্কবাগীশ, খয়রাত হোসেন, মনোরঞ্জন ধর এবং গোবিন্দলাল ব্যানার্জি যাঁরা পরিষদে গুলিচালনা এবং হত্যাকাণ্ডের প্রতিবাদ জানিয়েছিলেন তাঁদের এবং আওয়ামী লীগ সভাপতি মওলানা আবদুল হামিদ খান ভাসানী এবং অবিভক্ত বাংলার মুসলিম লীগের শেষ সাধারণ সম্পাদক আবুল হাশিমকে গ্রেফতার করে।

২৬ ফেব্রুয়ারি সলিমুল্লাহ হলে নিরাপত্তাবাহিনী হানা দেয় এবং ৩০ জন ছাত্রকে গ্রেফতার করে নিয়ে যায়। স্মরণীয় যে, ২১ ফেব্রুয়ারির গুলিবর্ষণ এবং হত্যাকাণ্ডের পর থেকে সলিমুল্লাহ মুসলিম হলের টেনিস ব্লু এবং রসায়নের কৃতী ছাত্র একরামুল আমিন আসাদের নেতৃত্বে মুসলিম হল এ্যাথলেটিক ক্লাবের সদস্যরা আন্দোলন পরিচালনা করছিলেন।

২৬ ফেব্রুয়ারি ভোরে পুলিশ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক মোজাফ্ফর আহমদ চৌধুরী, মুনীর চৌধুরী, পি সি চক্রবর্তী, জগন্নাথ কলেজের অধ্যাপক অজিতকুমার গুহ এবং বরিশালের রাজনৈতিক নেতা সতীন সেনকে গ্রেফতার করে। ২৬ ফেব্রুয়ারি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় অনির্দিষ্টকালের জন্য বন্ধ, ছাত্রছাত্রীদের হল ত্যাগের নির্দেশ দেওয়া হয়। পাশাপাশি ছাত্রনেতা শামসুল হক, মোঃ তোয়াহা, অলি আহাদ, খালেক নেওয়াজ খান, আবদুল মতিন, কাজী গোলাম মাহবুব, এস এম নুরুল আলম, এম এ আউয়াল ও আজিজ আহমদসহ নয়জন ছাত্রনেতাকে গ্রেফতারের জন্য হুলিয়া জারি করা হয়। ১৯৫২ সালের ৯ মার্চ রাতে শান্তিনগর এলাকার একটি বাড়িতে এক গোপন সভা থেকে উপরোক্ত ছাত্রনেতাদের ৮ জনকে গ্রেফতার করা হয়।

১৯৫২ সালের ২১-২৬ ফেব্রুয়ারি রমনা তথা ঢাকার রাজপথে যেসব ঘটনা ঘটেছিল ঢাকা তথা পূর্ব বাংলার শত শত বছরের ইতিহাসে তা ছিল এমনই ব্যতিক্রমী, অভূতপূর্ব, যুগান্তকারী, তাৎপর্যপূর্ণ যার কোনো নজির নেই।

ভাষা আন্দোলন শুধু ঢাকায় নয়, সমগ্র পূর্ব-বাংলার মফস্বল শহর এমনকি গ্রামাঞ্চলে পর্যন্ত ছড়িয়ে পড়েছিল। লাগাতার ধর্মঘট চলেছিল '৫২ সালের ২১ ফেব্রুয়ারি থেকে ৫ মার্চ পর্যন্ত। রাজধানী ঢাকা শহরে কোনো সরকারি শাসন ছিল না বললেই চলে। ছাত্র নেতৃবৃন্দ হলগুলি থেকে মাইক ও প্রচারপত্রের মাধ্যমে যে নির্দেশ দিতেন তাই সকলে মেনে চলত। দৈনিক পত্র-পত্রিকাগুলোর মধ্যে 'আজাদ'সহ অন্যান্য পত্র-পত্রিকাগুলোও সরকারের কঠোর নিন্দা করে। 'আজাদ' সম্পাদক আবুল কালাম শামসুদ্দীন মুসলিম লীগের এমএলএ পদ থেকে, মওলানা আবদুর রশীদ তর্কবাগীশ মুসলিম লীগ পার্টি থেকে এবং তাঁরা ছাড়াও মুসলিম লীগের আরো বহু নেতা-কর্মী, সদস্যপদ ত্যাগ করেন। ঢাকায় রাত্রে কারফিউ চলে। সেই সঙ্গে ভাষা আন্দোলনের নেতা ও কর্মীদের ওপর নেমে আসে নির্যাতন। সমগ্র প্রদেশে ভাষা আন্দোলনের হাজার হাজার কর্মী গ্রেপ্তার হন।

কিন্তু শেষ পর্যন্ত এই নিপীড়নের ফলাফল দাঁড়ায় বাঙালির নবজাগরণ, বাঙালির

On 24 February 1952, the Dhaka University Executive Council and the teachers met separately to condemn the shootings and pay respect to the language martyrs. Professor Muneer Choudhury and Professor Mozaffar Ahmad Choudhury and others spoke on that occasion. Even on 25th February, the fifth day of the language movement of 1952, full hartal was observed in Dhaka. Under the People's Security Act, the police arrested Abdur Rashid Tarkabagish, Khairat Hossain, Monoranjan Dhar and Gobindalal Bannerji, the members of the Legislative Council, who had protested in the Assembly against the firings and killings. The police also arrested Moulana Abdul Hamid Khan Bhashani, President of the Awami Muslim League, and Abul Hashim, who was the last General Secretary of the Muslim League of the undivided Bengal.

On 26th February, the security forces entered Salimullah Hall and arrested 30 students. It should be noted that the members of the Muslim Hall Athletic Club were conducting the movement under the leadership of Ekramul Amin Asad, a brilliant student of Physics and a Tennis Blue of Salimullah Muslim Hall.

At the dawn of 26th February, the police arrested Professor Mozaffar Ahmad Choudhury, Muneer Choudhury and P C Chakrabarty of Dhaka University, Professor Ajit Kumar Guha of Jagannath College and Satin Sen, a political leader from Barisal. Dhaka University was closed *sine die* and students were ordered to vacate the halls. Simultaneously, arrest warrants (*hulia*) were issued against nine student leaders including Shamsul Haq, Md. Toaha, Oli Ahad, Khaleq Newaz Khan, Abdul Matin, Kazi Golam Mahbub, S M Nurul Alam, M A Awal and Aziz Ahmed. Eight of these student leaders were arrested from a clandestine meeting in a house at Shantinagar in the night of 9 March 1952. It was rumoured that the police was able to arrest them being tipped off by a treacherous student.

The events, which took place in Ramna and other areas of Dhaka between 21 and 26 February 1952, were most unusual, unprecedented, epoch-making and significant in the history of East Bengal. The Language Movement not only spread out in Dhaka but also in the other towns and villages of the province. There were strikes in Dhaka from 21 February to 5 March 1952. There was virtually no rule of the government in the capital city of Dhaka. People obeyed whatever was being announced through the mikes placed in the student halls of Dhaka. *The Daily Azad* and several other daily newspapers strongly criticized the government. Maulana Abdur Rashid Tarkabagish and many other leaders and workers resigned from the Muslim League.

Curfews were promulgated in Dhaka at night. At the same time, the government started to persecute the leaders and workers of the Language Movement. Thousands of language activists were arrested throughout the province.

In the end these oppressions led to a new awakening. People started erecting Shaheed Minars all over the country. The direct influence of the Language Movement fell on the elections of 1954 in East Bengal,

অন্তরে জাগে এক নতুন জাতীয়তাবাদী চেতনা। দেশের সবখানে গড়ে ওঠে ভাষা-আন্দোলনের শহীদ মিনার। ভাষা আন্দোলনের প্রত্যক্ষ প্রভাব পড়ে ১৯৫৪ সালের পূর্ব-পাকিস্তান ব্যবস্থাপক পরিষদের নির্বাচনে। এতে মুসলিম লীগ প্রায় অবলুপ্ত হয়ে যায়। নির্বাচনে প্রধানমন্ত্রী নুরুল আমিন ভাষা-আন্দোলনের এক ছাত্র-কর্মীর কাছে শোচনীয়ভাবে পরাজিত হন।

বাংলাভাষা রাষ্ট্রীয় মর্যাদায় প্রতিষ্ঠিত হতে আরো সময় লেগেছিল। সরকারের বিরোধিতা ও দমন উপেক্ষা করে ১৯৫৬ সাল পর্যন্ত প্রতি বছর ২১ ফেব্রুয়ারি শহীদ দিবস উদ্‌যাপনের মাধ্যমে রাষ্ট্রভাষা বাংলার দাবি বিঘোষিত হতো। ওই বছর পাকিস্তানের প্রথম শাসনতন্ত্র গৃহীত হলে উর্দু ও বাংলাকে পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষারূপে ঘোষণা করা হয়।

ভাষা-আন্দোলনের পরোক্ষ ফলাফল ছিল আরো সুদূরপ্রসারী ও সুগভীর। এ আন্দোলন পূর্ব-পাকিস্তানের মানুষের মনে নতুন চেতনা জাগিয়ে দিয়ে গিয়েছিল। ঐতিহাসিক ও রাজনৈতিক বিশ্লেষকদের মতে ভাষা-আন্দোলনই ছিল বাঙালি জাতীয়তাবাদের অঙ্কুর। তারই পরিণামে ১৯৭১ সালে সশস্ত্র যুদ্ধের মাধ্যমে স্বাধীন বাংলাদেশের অভ্যুদয় ঘটে।

১৯৯৯ সালের ১৭ নভেম্বর ইউনেস্কো ২১ ফেব্রুয়ারিকে আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস ঘোষণা করেছে। ফলে আজ বিশ্বের প্রায় সকল দেশে ২১ ফেব্রুয়ারিকে মাতৃভাষা দিবস হিসেবে উদযাপনের মাধ্যমে সম্মান জ্ঞাপন করা হয় বাঙালির আত্মোৎসর্গের মহান ঘটনাকে। বিশ্ববাসী আজ সম্মান ও স্বীকৃতি জানায় বাঙালির মাতৃভাষার জন্য গড়ে তোলা আন্দোলনকে।

which almost obliterated the existence of Muslim League. In that election Nurul Amin, the former Chief Minister of East Bengal was badly defeated by a student activist of the Language Movement.

After that it took a little more time before Bangla was recognized as a state language. Despite the repression and opposition from the government, the claim for Bangla as a state language was made through the observance of Shaheed Day on 21st February until 1956. The same year both Bangla and Urdu would be recognized as state languages in the first constitution of Pakistan.

The indirect results of the Language Movement were far-reaching and profound. The movement had brought about a new awakening in the minds of the people of East Bengal. According to historians and political analysts, it was the Language Movement that helped germinate the seed of national aspirations in East Bengal, later East Pakistan. As a consequence, Bangladesh emerged as a free nation in 1971 through an armed struggle against the ruthless Pakistan army.

On 17 November 1999, UNESCO declared 21st February as the *International Mother Language Day,* thus bringing worldwide recognition for the sacrifices made by the valiant sons of this country, who coloured the streets of Dhaka red with their blood, in order to earn the rightful place for their mother language.

রফিকুল ইসলাম

অধ্যাপক রফিকুল ইসলাম
ভাষা সৈনিক

Rafiqul Islam

Professor Rafiqul Islam
Language Activist

CENTER FOR
BANGLADESH GENOCIDE RESEARCH